গোড়ামী অসহনশীলতা ও ইসলাম

অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ

গোঁড়ামি, অসহনশীলতা ও ইসলাম

মূল ঃ অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ
অনুবাদ ঃ আবুল আসাদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯৯

৩য় প্রকাশ (আঃ প্রঃ ১ম)

শাওয়াল	১৪২৩
পৌষ	১৪০৯
ডিসেম্বর	২০০২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

FANATICISM, INTOLERANCE AND ISLAM-এর বাংলা অনুবাদ GORAMI, ASHAHANSHILATA O ISLAM by Prof. Khurshid Ahmed and translated in Bangali by Abul Asad. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 12.00 Only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ধর্ম মানুষকে মহৎ হবার শিক্ষা দেয়। সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল ধর্মের নির্যাস এই—যা কিছু কল্যাণকর ও সুন্দর, ধর্মের আহ্বান তার প্রতিই। ইসলাম প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়; ইসলাম পরিপূর্ণ দীন। মানুষের জীবনের সমস্ত দিককে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং সব জিজ্ঞাসার সর্বোত্তম সমাধান এখানে পেশ করা হয়েছে। কল্যাণের এ সর্বপ্লাবী ছায়া থেকে বস্তু জগত এবং নিঃসর্গও বঞ্চিত থাকেনি। প্রাণী জগতের কল্যাণ সেতো জিজ্ঞাসার উর্ধ্বে। ইসলামের উৎসে যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে, তাহলো নিখিল মানব জাতি এক আদমের সন্তান ও এক পরিবার সদৃশ। এ বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য স্বভাবতই সহনশীলতা ও উদারতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ইসলাম ও মুসলিম জাতি। শুধু অতীতে নয় বর্তমানে বিপর্যস্ত মুসলিম জগতেও এ মহৎ দৃষ্টিভঙ্গিটি এখনও সমুজ্জল। কিন্তু বিদ্বিষ্ট জড়বাদী প্রচারকরা প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের অবস্থা দেখে মুসলিম জাহান ও ইসলামের উপরও কলঙ্ক কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই ডঃ খুরশীদ আহমদের 'গোঁড়ামি, অসহনশীলতা ও ইসলাম' গ্রন্থে লেখক ইসলামের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশাপাশি অপপ্রচারকারীদের স্বরূপ সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। আশা করি কৌতুহলী পাঠকের চিন্তায় আলোক সম্পাতে এটি সাহায্য করবে। মূল ইংরেজী গ্রন্থটি ষাটের দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত, পাঠকালে পাঠকদের একথা মনে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. গোঁড়ামি, অসহনশীলতা ও ইসলাম	৭
২. অসহনশীলতার দুষ্ট দানব	১০
৩. ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসহনশীলতা	১২
৪. ইউরোপ ও আমেরিকায় সহনশীলতা	১৪
৫. ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিমী অসহনশীলতা	২০
৬. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ অসহনশীলতা	২৩
৭. বিজ্ঞান ও সহনশীলতা	২৫
৮. আধুনিক বিশ্বে স্বাধীনতা	৩০
৯. সহনশীলতা ও ইসলাম	৩৬
০ ইসলাম ঃ সাম্যের ধর্ম	৩৭
০ মানব জীবনের পবিত্রতা	৩৯
০ সুবিচার ও আইনের শাসন	৪০
০ ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই	৪৪
০ লক্ষ্য দ্বারা পথের বিচার হয় না	৪৮

www.pathagar.com

নাসেরীয় মিসরের ধর্মনিরপেক্ষ অসহনশীলতার শিকার
শহীদ আবদুল কাদের আওধা ও তাঁর শহীদ সাথীবৃন্দ
এবং
রাশিয়ার ধর্মহীন অসহনশীলতার শিকার
মধ্য এশিয়ার অগণিত শহীদ বীর মুজাহিদের
অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

তুমি সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য
বোকা বানিয়ে রাখতে পার
এবং কিছু মানুষকে সবসময়ের জন্য
বোকা বানিয়ে রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব,
কিন্তু তুমি সব মানুষকে সব সময়ের জন্য
বোকা বানিয়ে রাখতে পার না।

—আব্রাহাম লিংকন

"পশ্চিমী লেখকরা সাধারণত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে খুবই অভ্যস্ত, আর তাহলো ইসলাম অসহনশীল। এবং একেই ব্যবহার করছে প্রতিশোধের পটভূমি হিসাবে। স্মরণ করা যায় সে মর্মান্তিক ঘটনাগুলো যা স্পেন বা সিসিলি, অথবা অপুলিয়ার একটি মুসলমানকেও জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়নি। গ্রীসের ১৮২১ সালের অভ্যুত্থানের পর সেখানে একটি মুসলমানকেও জীবিত রাখা হয়নি এবং রাখা হয়নি একটি মসজিদকেও অক্ষত। সমগ্র ইউরোপের সজ্ঞান সম্মতিতে বলকান উপদ্বীপে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সংহার করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে মুসলিম শাসনাধীন খৃস্টানদের বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর এর প্রতিরোধ করার জন্য মুসলমানদের করা হয়েছে নিন্দা, অভিহিত করা হয়েছে একে অবাঞ্ছিত আচরণ বলে। .... অথচ মুসলিম সাম্রাজ্যে খৃস্টান ও ইহুদীরা বিবেক-বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে, এমনকি তারা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লাভ করেছে।"

—মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল (ইংল্যাণ্ড)

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

১

গোঁড়ামি, অসহনশীলতা ও ইসলাম

গত পাঁচশ' বছর ধরে সমালোচকরা ধর্মের প্রতি বড় 'দয়া' দেখিয়ে আসছেন। সব ধরনের আপত্তি ও অপবাদের বোঝা চাপিয়েছেন তাঁরা এর মাথায়। কুৎসিত তমশায় একে ঢেকে দিতে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং এভাবে ধর্মের একটি ভয়াবহ চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা গির্জা পরিচালিত কলুষিত যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ। তাই এ সভ্যতার সন্তানরা ধর্মের বিরোধিতা করাকে তাদের 'বিশ্বাসের' একটি অংগ হিসেবে ধরে নিয়েছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের উৎকট বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসে। আর ইতিহাসের এ যুগ-সন্ধিক্ষণে পশ্চিমী শিক্ষা মুসলিম দেশগুলোতে প্রসার লাভ করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসকে করে তোলে ধর্মের প্রতি সন্দেহপ্রবণ এবং এখানে এ উপমহাদেশে তা ইসলামেরই বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয়।

ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনার যে পাহাড় দাঁড় করানো হয়েছে, তা বিরাট ও বিপুল। কিন্তু সবচেয়ে বহুল আলোচিত যে অপবাদ তাহলো ঃ "ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয়। মানুষের বর্বর অতীতের ধ্বংসাবশেষ এ ধর্ম। গোঁড়ামি এবং ধর্ম পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। ধর্মযুদ্ধসমূহে মানব রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। ধর্মাধিকারীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার কণ্ঠে ছুরি চালিয়েছে। ধর্মীয় রাষ্ট্রে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্ক এবং যে কেউ এ দু'টির যে কোনো একটির সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে, এক সাথে দু'টির সাথে নয়।"

মূলত এ সমস্ত অভিযোগের সৃষ্টি হয়েছিল খৃস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে। কারণ, খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র ইহুদী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেছিল। এবং মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে করেছিল শৃঙ্খলিত। বিজ্ঞান ও খৃস্ট ধর্মের মধ্যেকার যে সংঘর্ষ তা ছিল রক্তক্ষয়ী। গির্জার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অপরাধে অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। জন উইলিয়াম ড্র্যাপার তাঁর A History of Intellectual Development of Europe,

www.pathagar.com

Vol-1 (London, 1891) গ্রন্থে দাবী করেছেন, "১৪৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালিত তদন্ত অভিযানে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, এর মধ্যে প্রায় ৩২ হাজার মানুষকে পুড়িয়েই মারা হয়েছিল.।" কেনেথ ওয়াকার (Kenneth Walker) তাঁর Diagnosis of Man গ্রন্থে (পৃঃ ২১০) অধিকতর ভয়াবহ এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যাজকতন্ত্রের সাথে দ্বিমত পোষণ করার অপরাধে শুধুমাত্র মাদ্রিদ শহরেই ৩ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।" কিন্তু বিজ্ঞান ও খৃস্ট ধর্মের মধ্যেকার এ সংঘর্ষে খৃস্ট ধর্ম পরাজয় বরণ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিজয়ী সন্তান তাদের সর্বশক্তি দিয়ে খৃস্টবাদের নিন্দাবাদে রত হয়।

পশ্চিমী চিন্তাবিদ ও প্রচারবাগীশরা খৃস্টবাদের ঐ বিশেষ অবস্থাকে (সত্যিকার অর্থে তা ছিল 'গির্জাবাদ') ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে ধরে নেয় এবং এ ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ধর্ম মূলতই অসহনশীল। এখানেই শেষ নয়, তারা ঢালাওভাবে সকল ধর্মকে এক সাথে জড়িয়ে সুপারিশ দাঁড় করায় যে, ধর্ম মানুষের মধ্যে গোঁড়ামি ও অসহনশীলতার অভ্যুদয় ঘটায়, তাই সভ্য জগতে এর কোনো স্থান থাকা উচিত নয়। এ কারণেই ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সকল চেষ্টাকে তারা গোঁড়ামি বলে আখ্যায়িত করা শুরু করে যা এটা এখন একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের পশ্চিমী সমালোচকরা এবং আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কম্যুনিষ্টরা ঐ সমস্ত সমালোচনা ও অপবাদ ইসলামের উপরও চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে আসছে। বিগত বহু বছর ধরে তারা এ ব্যাপারে খুবই সক্রিয় রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আদর্শের প্রকৃতি, সুবিধা ও সুফল সম্পর্কে যখনই আলোচনা হয়েছে, তারা সে আলোচনায় প্রকৃত সমস্যা নিয়ে আলোচনা না করে "ধর্মীয় অসহনশীলতা নামক লোভনীয় লাল হেরিং (হেরিং মাছ)" আমদানী করে বসেছে। এ অবস্থাই আমাদেরকে আজ ইসলাম বিরোধী সমালোচনাসমূহের সত্যাসত্য পর্যালোচনা করতে বাধ্য করেছে।

ধর্ম মানুষের মধ্যে অসহনশীলতার সৃষ্টি করে থাকে, এ ধারণাকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ধর্মই যদি অসহনশীলতার একমাত্র কারণ হয়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও কম্যুনিজমের অভ্যুদয়ের পর অসহনশীলতার বিলয় ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সভ্যতা ও প্রগতির এ মহাকালে গোঁড়ামি ও অসহনশীলতার যে অবাধ রাজত্ব চলছে, ইতিহাসের কোনো নিরপেক্ষ ছাত্রেরই তা দৃষ্টি এড়াবে না। আজ যা ঘটছে, বিগত দিনের

www.pathagar.com

গির্জা যে অপরাধ করেছিল—এ দু'য়ের কোনো পার্থক্যই সে করতে পারবে না। আর এ ধরনের কোনো চেষ্টা শুধু অসাধু নয়, বরং তা হবে মিথ্যা ও ভ্রান্তিপূর্ণ। ডঃ উইল ডুরান্ট তাঁর Story of Civilization গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বলেছেন, "সিজার থেকে নেপোলিয়ন পর্যন্ত সময়কালে যত লোক নির্যাতন ভোগ করেছে এবং যুদ্ধে যত লোক প্রাণ দিয়েছে, পশ্চিমী আধিপত্যের বর্তমান এ যুগ তার চেয়ে অনেক বেশী নির্দোষ মানুষকে নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট করেছে এবং সে যুগের চেয়ে অনেক বেশী লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। .... এ যুগের যুদ্ধ ও নির্যাতনের হিংস্রতা বন্য পশুর হিংস্রতাকেও হার মানিয়েছে। মানবেতিহাসের সবচেয়ে কলংকজনক অধ্যায় রচনা করেছে আমাদের এ যুগ।"

আমি আরও বিশ্বাস করি যে, গোঁড়ামি, অসহনশীলতা প্রভৃতি ব্যাপারে সব ধর্মের ইতিহাস এক রকমের নয়। ইসলামের ইতিহাস ও পশ্চিমী চার্চের ইতিহাসের মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরিত্য বর্তমান। আবার পশ্চিমী দেশেই 'অর্থোডক্স চার্চ' ও 'রোমান চার্চের' মধ্যে ভিন্ন ধরনের প্রবণতা রয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য Prof. Joseph Nedhan লিখিত Christianity and Social Revolution গ্রন্থের Science, Religion and Socialism ; H. H. Milman লিখিত History of the Latin Christianity ; A. P. Stanly লিখিত Lectuers on the History of the Eastern Church দেখুন।

আমি আরও বলবো যে, গণতন্ত্রের চলমান কোনো ঐতিহ্যের উপর জোর দেয়া কিংবা তা থেকে সরে আসাকেই এক কথায় অসহনশীলতা বলা যাবে না। সমস্যাটি গভীর চিন্তা ও স্থির বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

এগুলো আমার নিবন্ধের মূল বক্তব্য। এ বক্তব্যের সমর্থনে আমি নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পেশ করতে চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

২
অসহনশীলতার দুষ্ট দানব

ধর্মীয় অসহনশীলতার অভিযোগ বড় দুর্বল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, সহনশীলতার সীমা আছে। সহনশীলতার যদি কোনো সীমা না থাকে, তাহলে অসহনশীলতার প্রতিও নির্দ্বিধায় সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে সহনশীলতা একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, এটা সার্বিক কোনো মূল্যবোধ নয়। কোনো মানুষের জীবন যদি হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সে তাকে বরদাস্ত করতে পারে না। যদি কোনো সমাজের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি আসে, তাহলে সে হুমকির প্রতি সহনশীলতা দেখিয়ে সে সমাজ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কোনো রাষ্ট্রনায়কের মান-মর্যাদা যদি আভ্যন্তরীণ কোনো ষড়যন্ত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সে ঐ ষড়যন্ত্রের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে পারে না। এমনকি দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল পর্যন্ত বলেছেন যে, গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক ভোটের দ্বারা কম্যুনিজমের বিজয় বরদাশত করতে পারে না। তিনি লিখেছেন ঃ

> আমরা গণতন্ত্রের সপক্ষে প্রচার করে বেড়াই এবং সেই সাথে একথাও বলি যে, কম্যুনিষ্ট সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত হয়েছে, এমন পার্লামেণ্টেকে আমরা মেনে নিব না ; কারণ, এতে আমরা ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করি। এটা আমাদের বিঘোষিত নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু এটা কোনো নতুন সমস্যা নয়।
>
> সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট যদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে গণতন্ত্রের প্রবক্তারা কি করবেন ? আমি মনে করি এর উত্তর হলো ঃ গণতন্ত্র বিধিসম্মত উপায়ে মতামত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়। কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্র সাময়িকভাবে জনপ্রিয় কোনো গণতন্ত্র বিরোধী চক্রকে অনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতায় আসীন হতে দিতে পারে না।"-(Bertrand Russel in a letter to "Manchester Guardian", published on Oct. 13, 1953.)

ডেলি টেলিগ্রাফের Mr. Peregrine Worsthorne তাঁর Democracy vs Liberty শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "আমরা ধরে থাকি যে, গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধের অনড় বিশ্বাসের কারণেই আমরা আমাদের দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে স্বাধীনভাবে প্রচার প্রপাগাণ্ডা করার সুযোগ দিয়ে আসছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে ঃ আমরা কম্যুনিষ্টদের এ অধিকার দিয়ে থাকি, কারণ, আমরা জানি যে, তারা

www.pathagar.com

কোনো দিনই জয়লাভ করতে পারবে না। যদি তাদের জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি করে সুপারিশ করতাম যে, আমাদের গণতান্ত্রিক ধারণার পুনর্বিন্যাস হওয়া প্রয়োজন। তখন এটাও আবিষ্কৃত হয়ে পড়তো যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কম্যুনিষ্টদের অংশগ্রহণ ইতিহাস, বাস্তবতা, বিশ্বাস প্রভৃতি ইংগ-মার্কিন ঐতিহ্যের ভিত্তিসমূহের পরিপন্থী। ইংগ-মার্কিন ঐতিহ্যের পরিমণ্ডল থেকে কম্যুনিষ্টরা এতদূরে যে, তাদের নৈর্বাচনিক বিজয়কে গণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করা স্বীকৃত মূল্যবোধের প্রতি মূলতই এক বিদ্রোহ।"-(ENCOUNTER, Jan. 1956)

New York Times সিনেটর ম্যাক কাথি লিখিত গ্রন্থ Mccarthysm-এর আলোচনা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল, কারণ এতে নাকি তাঁর 'ধারণা'র বিস্তার লাভ ঘটতে পারে। দেখুন—The Menace of Free Journalism in America-by Marry, The Listener, London May 14, 1953. 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর অস্বীকৃতির অধিকার সম্পর্কে কোনো বিতর্ক না তুলে একথা বলা যায় যে, শুধুমাত্র গণতন্ত্রের দোহাইয়ের উপর কেউ সবকিছুর প্রতি সহনশীলতা দেখিয়ে যেতে পারেন না।

মিঃ নাথানিয়েল মিকলেম তাঁর এক B. B. C. কথিকায় বলেন ঃ

"স্বাধীনতার একটি পরিসীমা আছে—থাকতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি আমরা কম্যুনিষ্ট মতাদর্শের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে পারি ? ঐ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর হলো ঃ 'না'। সরকারের দায়িত্ব হলো, জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং লক্ষ্য রাখা যে, শিক্ষা ব্যবস্থা এমন সব নাগরিক সৃষ্টি করছে যারা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক হতে পারে। কম্যুনিষ্ট মতাদর্শ, ছেলে-মেয়েদের যে শিক্ষা দিতে চায়, আমাদের জাতীয় আশা- আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে তা ক্ষতিকর ও বিদ্বেষাত্মক। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের পরিষ্কার জবাব হলো, 'না'। একনায়কত্ববাদী দেশ থেকে আমাদের যে পার্থক্য, তা তাই সার্বিক নয়। একনায়কত্ববাদী দেশ কোনো ধরনের দ্বিমতকেই বরদাশ্‌ত করে না, অপরপক্ষে আমরা অনন্যোপায় হয়ে শেষ ব্যবস্থা হিসেবেই বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি।"
-(Freedom is not so simple. The Listener Weekly, London, Sept, 9. '54)

সতুরাং অবশেষে আমরা এ উপসংহার টানতে বাধ্য যে, সহনশীলতার নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে। একতা, সংহতি ও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো কিছুতেই কোনো সমাজ ও কোনো রাষ্ট্র সহ্য করতে পারে না। তাই যারা নির্বিচারে অসহনশীলতার অভিযোগের ঝড় তোলে, তাদের জানা উচিত, যুক্তির ভিত্তি তাদের কত শিথিল—কত দুর্বল।

www.pathagar.com

৩

ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসহনশীলতা

'ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয়—এ অভিযোগ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খৃস্টান চার্চের সংকীর্ণমনা নেতাদের দ্বারা ধর্মীয় অসহনশীলতা প্রদর্শিত হয়েছে, মানুষের চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করার জঘন্য প্রচেষ্টাও তারা করেছে, কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া অযৌক্তিক যে, ধর্ম গোঁড়ামি ও অসহনশীলতার অভ্যুদয় ঘটায়। ইতিহাস প্রমাণ, ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর পৃথক হয়ে যাবার পর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অভ্যুদয় অসহনশীলতার মাত্রা ও ভয়াবহতা বেড়েছে এবং এর জন্য ধর্মকে দায়ী করা চলে না। যদি কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্রে অসহনশীলতার পরিধি কম পরিলক্ষিত হয়, আর ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী রাষ্ট্রে যদি তার কয়েক গুণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে যদি এ অসহনশীলতার ভয়াবহতা বহুগুণ বেশী দেখা যায়, তাহলে কোনো সুস্থ যুক্তি নয়, বরং ভেল্কিবাজির চালাকিই শুধু একথা বলতে পারে যে, ধর্ম ও অসহনশীলতা দুই অবিচ্ছেদ্য যমজ এবং এ দু'য়ের মধ্যে এক কারণ ঘটিত সম্পর্ক বর্তমান।

ইতিহাস আমাদের একথাই বলছে।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা

মুসলিম বিশ্বে রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষকরণ এবং রাজনৈতিক অসহনশীলতা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এবং ইরানের রেজা শাহ ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে তাঁদের সরকার ছিল চরম স্বেচ্ছাচারী ও অসহনশীল এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণে তাঁরা ছিলেন ভীষণ গোঁড়া।

মোস্তফা কামাল তাঁর সরকারের উদ্বোধনই করেছিলেন ধর্মনেতাদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মধ্য দিয়ে। নিরেট গোঁড়ামি ও উন্মত্ততার তা ছিল এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। আরবীতে আযান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। দেশ থেকে আরবী ভাষার উচ্ছেদ সাধন করে তুর্কি ভাষার প্রবর্তন করা হয়েছিল। বেত্রাঘাত ও বেয়নেটের মুখে (মার্চ ২৬, ১৯২৬) আরবী হরফের পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং জনগণকে (নভেম্বর ৩, ১৯২৮) ল্যাটিন হরফ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ২৫শে নভেম্বর মোস্তফা কামাল 'ফেজ' টুপির ব্যবহার বন্ধ করে সরকারীভাবে ইংলিশ হ্যাটের প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমী পোশাককে জাতীয় পোশাক হিসাবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করা হয়েছিল। তুরস্কের শাসনতন্ত্র থেকে 'ইসলাম' শব্দটাকে কেটে দিয়েছিলেন মোস্তফা কামাল। ধর্মনিরপেক্ষ এ সরকারের নীতি এমন পাশবিক ও গোঁড়ামিপূর্ণ ছিল যে, মসজিদের দ্বারেও তারা তালা লাগিয়েছিল। বিখ্যাত মসজিদে 'আয়া সোফিয়াকে' যাদুঘরে এবং 'ফাতিহ্ মসজিদকে' গুদামে পরিণত করা হয়েছিল।-[বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, The Middle East (1953) ; The Middle East Survey—by Mr. S. A. Morrison ; Turkey—by Barbers Ward ; Foundation of Turkish Nationalism—by Dr. Uril Hyde and Grey Wolf—by H. C. Armstrong]। এইতো হলো ধর্মের প্রতি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সহনশীলতার দৃষ্টান্ত ! এখন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সহনশীলতার কিছু আলোচনা করা যাক। তুরস্কে রাজনৈতিক দলসমূহকে বেআইনি ঘোষণা করে চরম একনায়ক শাসনের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কামাল আতাতুর্ক কোনো ধরনের বিরোধিতাকেই সহ্য করতেন না। এমনকি যাঁদের সাহায্য ছাড়া তাঁর অভ্যুত্থান সফলতার মুখ দেখতে পেত না, তাঁরাও ফাঁসি ও নির্বাসনের মত শাস্তি থেকে রেহাই পাননি। তাঁর এ সহনশীলতা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, নীচের দৃষ্টান্তটি থেকে তা অনুমান করা যাবে ঃ

> "১৯২৬ সালে তাঁকে হত্যার এক অনুল্লেখযোগ্য-প্রায় ঘটনার পর তিনি প্রায় সকল বিরোধী নেতাদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান। যাঁদের তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কর্ণেল আরিফ। গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন মোস্তফা কামালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আর একজন যাবেদ বে। তিনি ছিলেন তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ। বিরোধী নেতাদের হত্যা অনুষ্ঠান উপভোগ্য করে তোলার জন্য মোস্তফা কামাল আংকারার নিকটস্থ তাঁর খামার বাড়ীতে প্রচারক দল পুষতেন। আর এ হত্যা অনুষ্ঠানে ডাকা হতো সকল কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের। ভোরে বাড়ী ফেরার সময় তারা দেখতো লাশগুলো শহরের চৌরাস্তায় ঝুলছে।"-(Inside Europe—by Jhon Gunther)

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর 'সহনশীলতা' প্রদর্শনের এইতো হলো নমুনা ! শাহের ইরানের কাহিনী তুরস্কেরই এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মিশরও তার ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের এ ধরনের 'সহনশীলতার' নমুনাই প্রত্যক্ষ করছে !

www.pathagar.com

৪
ইউরোপ ও আমেরিকায় সহনশীলতা

আজকের আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মহীনতাও প্রকৃত সহনশীলতার বাস্তবায়ন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যযুগে ধর্ম নিয়ে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পর আজ ইউরোপে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গেছে। মধ্যযুগে খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ অপরিসীম রক্তপাত ও ধ্বংসের কারণ হয়েছে এবং তা পিছনে ফেলে রেখে গেছে চরম নৈরাশ্য, আর ধর্মবিরোধী এক প্রচণ্ড মনোভাব। কিন্তু ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যে যুগযাত্রা শুরু হলো, তা কোনো আশার আলো জ্বালাতে পারলো না। যুদ্ধ ও অসহনশীলতার বিলয় ঘটানো সম্ভব হলো না। যদিও প্রাথমিক কয়েকটি বছর শান্তভাবে কাটল, কিন্তু মানুষ এবং মানুষের বিশ্বাসের প্রতি সম্মানবোধ এর কারণ ছিল না। এটা ছিল এক ধরনের 'ক্লান্তিজনিত সহনশীলতা'। শীঘ্রই এর অবসান ঘটল এবং নতুন করে পুনরায় সংঘাত-সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটল। গত দুই শতাব্দীর ইতিহাস জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের এক অফুরন্ত কাহিনী। জাতীয়তাবাদ নামক দেবতার বেদিতে বলি দেয়া অগণিত নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ইউরোপের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা। এসব যুদ্ধে যে ধ্বংস ও জিঘাংসাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়েছে, অতীতের ইতিহাসে তা কখনও আর দেখা যায়নি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এ স্বর্ণ যুগে জীবন ও অর্থ-সম্পদের ক্ষতির পরিমাণই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, যুদ্ধ-বিরতি সময়কালের দৈর্ঘেরও ক্রমশ হ্রাস ঘটে আসছে। নেপোলিয়ন ও ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের মধ্যবর্তী বিরতিকাল ছিল ৫৩ বছর, ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দৈর্ঘ ছিল ৪৩ বছর এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যে বিরতিকাল তা ছিল মাত্র ২১ বছর। আর এটা মানবেতিহাসের এমন একটা কাল ছিল যখন সুখে-শান্তিতে বসবাস করার মত সকল বস্তুগত সামর্থ মানুষের হাতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেনি এবং পারেনি মানুষের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহনশীলতাপূর্ণ যুগের পত্তন করতে।

আজ পশ্চিমী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজ করছে। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সকল ভ্রাতৃত্ব ও মায়া-মমতাবোধকে ধর্মনিরপেক্ষতা অতি সাফল্যের সাথে একে একে মানুষের জীবন থেকে বিলুপ্ত করেছে। নৈতিকতার চিহ্ন বিবর্জিত মানুষ দেহ-সর্বস্ব এক বর্বর পশুতে পরিণত হয়েছে। আজ শ্রেণী বিদ্বেষ সমাজে অবাধ স্থান অধিকার করে বসেছে, বর্ণ বিদ্বেষ ভয়ংকর রূপ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তার দ্বন্দ্ব চরম বিপজ্জনক

www.pathagar.com

অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"খৃস্টান শাসনোত্তর আমাদের আজকের পশ্চিমী সভ্যতা খুব বেশী হলে খৃস্টবাদপূর্ব গ্রীক-রোমান সভ্যতার পোশাকি পুনরাবৃত্তি, আর অন্যদিকে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি থেকে অধঃপতনের এ এক নিকৃষ্ট প্রতিমূর্তি। আমাদের পশ্চিমী সভ্যতায় আজ শক্তির আরাধনা ও গোত্রীয় আত্মপূজা ধর্মে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের প্রত্যেকেই এর প্রতি কিছু না কিছু আনুগত্য প্রদর্শন করেই থাকি। আর গোত্র পূজা প্রকৃত অর্থে পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"−(A Study of History-by Arnold Toynbee.)

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৌত্তলিকতার পরিণতি সম্পর্কে আর্নল্ড টয়েনবি চরম হতাশা পোষণ করেন। তিনি বলেন ঃ "রাষ্ট্রীয় পূজা এক ধরনের আধ্যাত্মিক রোগ, আর এ রোগেই মৃত্যু ঘটেছে হেলেনীয় সভ্যতার।"−(Essays in Honour of Prof. Gilbert, Murry P. 38.)

জার্মানীর জাতিপূজা, রাশিয়ার শ্রেণী পূজা, আফ্রিকা ও আমেরিকার বর্ণ পূজা এবং তাদের সকলের 'জাতীয় রাষ্ট্র পূজা' 'ধন্বন্তরী' বলে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটি তিক্ত ধারা বিবরণী। ধর্মনিরপেক্ষতার শাসনাধীনে অসহনশীলতা, নিষ্ঠুরতা, গোঁড়ামি ও উন্মত্ততা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। কয়েকটি সাক্ষ্য ঃ

অধ্যাপক ই. এফ. এম. ডারবিন বলেন ঃ

"আমরা ক্রমশই ভয়ংকর হয়ে উঠছি। ইউরোপের এক বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে যুলুম-নির্যাতনকে সরকার পরিচালনার স্বাভাবিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাশিয়ায় নারী ও পুরুষকে গাদাগাদি অবস্থায় বিশেষ উত্তপ্ত একটি কক্ষে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। উকুনের বহর ছেড়ে দেয়া হয় তাদের উপর ঘুরে বেড়াবার জন্য। এ শাস্তি এভাবে চলতে থাকে যতদিন না তারা মারা যায়, অথবা পাগল হয়ে যায়, কিংবা তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশিত অপরাধের প্রতি স্বীকৃতি আদায় হয়। অথবা তাদেরকে চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় প্লাবিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঘুমহীন অবস্থায় রাখা হয়। অবিচ্ছিন্ন, বিদঘুটে শব্দ তাদের পীড়া দিয়ে চলে অবিরামভাবে। এ অবস্থা চলতে থাকে যতদিন না তাদের মনোবল ভেংগে যায় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। জার্মানীতে পাতলা ইস্পাত দণ্ড দিয়ে প্রহার করে মানুষকে মেরে ফেলা হয়। অথবা অপরাধীকে তার অপরাধ জানার কোনো সুযোগ

www.pathagar.com

না দিয়ে লাথিয়ে মেরে ফেলা হয়।"-(The Politics of Democratic Socialism—by E. F. M. Durbin, P. 24-25.)

ইংলণ্ডের অবস্থাও এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। ডারবিনের ভাষায়, "শান্ত এ দেশটিতেও আমাদের হাত সম্পূর্ণ পবিত্র নয়।"-(The Politics of Democratic Socialism, P. 25.) রয়াল কমিশনের সামনে মানসিক স্বাস্থ্য বিধির উপর সাক্ষ্য দানকালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর সাধারণ সম্পাদিকা মিস এলিজাবেথ এ্যালেন এবং একজন কাউন্সিল সদস্য মিঃ এফ. হাসকেল যে একগাদা ঘটনা তুলে ধরেন, তা যেমন অমানুষিক তেমনি বেদনাদায়ক। তাঁরা বলেন যে, ইংলণ্ডের মানসিক হাসপাতালগুলোতে সস্তা শ্রম পাবার আশায় অপ্রয়োজনীয় সময়েও রোগীদের আটকিয়ে রাখা হয়। দেশের অন্যান্য হাসপাতালেও রোগীদের অমানুষিক শাস্তিদানের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন। রয়াল কমিশনের সামনে পেশকৃত স্মারকলিপিতে কাউন্সিল মন্তব্য করেন, "সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলো (হাসপাতাল) রোগীদের শ্রমের উপর এতটা নির্ভরশীল যে, হাসপাতালের প্রশাসক যদিও বিশ্বাস করেন যে, বিরাট সংখ্যক রোগী ছাড়া পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে তবুও রোগীদের ছেড়ে দিতে তিনি পারবেন না, কারণ, এতে করে হাসপাতাল জীবন অচল হয়ে পড়বে।" এভাবে গরীব রোগীদেরকে আরোগ্য লাভের পরও আটকিয়ে রাখা হয় শুধু তাদের কাছ থেকে সস্তায় শ্রম আদায়ের লোভে।

জার্মানীতে পৈশাচিকতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা পথভ্রষ্টদের শুধু হত্যা নয়, তাদের মৃতদেহ গলিয়ে চর্বি দিয়ে সাবান তৈরী হতো।-(Gilmpses of World History—by Jawhar Lal Nehru) জার্মানীর সে বিভৎস কাহিনীর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে Lord Russel লিখিত The Scourge of the Swastika গ্রন্থে।

অভিযোগ করা হয় যে, অতীতে ধর্ম থেকে পদস্খলন অথবা ধর্ম বিরোধিতার কারণে মানুষের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। কিন্তু আজ মানুষ শুধুমাত্র মতপার্থক্য, নীতির অসামঞ্জস্য রাজনৈতিক বিরোধিতা অথবা শ্রেণী পার্থক্য (রাশিয়ায়), জাতিভেদ (আগের জার্মানী), বর্ণ বৈষম্য (আমেরিকা-আফ্রিকা এমনকি ইউরোপেও) অথবা রাজনৈতিক দলাদলির মত অপরাধের জন্য অধিকতর যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। এক হিসেব থেকে জানা গেছে যে, রাশিয়ায় প্রায় ৪০ লক্ষ হতভাগ্য 'কুলাক' কৃষক তাদের বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এরা হয় অনাহারে

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা বন্দী শিবিরের অমানুষিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। রাশিয়ার বন্দী শিবিরে হতভাগ্য বনি আদমের সংখ্যা ১,৫০,০০,০০০ থেকে ৩,০০,০০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে বলে অনুমান করা হয় (Economic Life of Soviet Russia,—by Calvin Hoover ; Forced Labour in Soviet Russia —by David Dallin)। রুশ বন্দী শিবিরের যে অবস্থা, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। হয়তো এ কারণেই মৃত্যুর হার সেখানে অসম্ভব রকমের বেশী।

যুদ্ধপূর্ব জার্মানীতে নির্যাতিত লোকের সংখ্যা যদিও জনসংখ্যার তুলনায় কিছুটা কম, তবু ৩০,০০০ থেকে ৭০,০০০ মানুষ বন্দী শিবিরে জীবন কাটাচ্ছিল। প্রায় পাঁচ লক্ষের মত ইহুদী সেখানে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত হচ্ছিল। আজ পূর্ব জার্মানীর অবস্থাও এ থেকে খুব ভালো নয়। সেখানকার কম্যুনিস্ট প্রশাসকদের সাথে যারা একাত্ম হয়ে যেতে পারেনি, তাদের উপর নেমে আসছে সম্ভাব্য সব ধরনের নির্যাতন। 'ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব জার্মান এ্যাফেয়ার্স' কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যসমৃদ্ধ বই Injustice the Regime গ্রন্থে এ ধরনের নির্যাতন সম্পর্কিত বহু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ঘটনা ঃ

> "গান্থার হাটিংকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। তিনি লিখছেন ঃ যখন আমি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করলাম এবং অপরাধের বিবরণ সম্বলিত স্বীকারোক্তিতে দস্তখত দিতে অস্বীকার করলাম, তখন আমাকে একটি চেয়ারে হাঁটু গেড়ে বসানো হলো এবং আমার পায়ের নগ্ন তালুতে একগুচ্ছ বেত দ্বারা বেত্রাঘাত করতে শুরু করা হলো। এরপর আমাকে একটি ঘরে এক হাঁটুরও বেশী বরফের পানিতে দাঁড় করিয়ে মুখে ও শরীরে আঘাত করে যাওয়া হলো। .... একজন রাশিয়ান ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার একটি পা একটি চেয়ারের উপর তোলা হলো, জ্বলন্ত লাল লোহা দিয়ে তিনি আমার পা পুড়িয়ে দিলেন। তবুও যখন আমি তাদের কথায় রাজি হলাম না তখন তিনি অনুরূপ উপায়ে আমার অপর পা-টিও পুড়িয়ে দিলেন। আমার সেলটিতে আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম এবং সামান্য চলাফেরার জন্যও আমাকে চার পেয়ে হয়ে চলতে হতো।"–(Injustice the Regime, P. 43.)

আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সসহ পশ্চিমের অন্যান্য দেশের চিত্রও এ থেকে খুব ভালো নয়। যদিও কিছুটা কম-বেশী বর্তমান, কিন্তু সমস্যার প্রকৃতি সবখানে একই রকম।

www.pathagar.com

এসব জ্বলন্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সুস্থ চিন্তার বুদ্ধিজীবীগণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছেন। অধ্যাপক ই. এফ. এম. ডারবিন বলেছেন ঃ

"আনন্দের কথা এমন ব্যাপক পৈশাচিকতা পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে খুব কমই দৃষ্ট হয়ে থাকে।"-(Principles of Democratic Socialism, P. 25.)

ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীমূলক নিবন্ধে বলেছেন ঃ

"রাইন নদীর পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপ থেকে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে, সেখানকার মানুষ আতংকের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। .... পূর্বপুরুষদের অজ্ঞতা ও বোকামির পরিচয়সূচক ইতিহাস গ্রন্থের কয়েকটি বেদনাদায়ক পাতা ছাড়া ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য আর কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই।"-(I Believe, P. 74-75)

'ক্যানিবালিজম' (Cannibalism) নামক গ্রন্থে মনটোয়েন (Montaigne) ঘোষণা করেন ঃ

"মৃত্যুর পর মানুষকে ভেজে খেয়ে ফেলার চেয়ে জীবিত মানুষকে খেয়ে ফেলা কিংবা সজ্ঞান ও সচেতন মানুষের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো অনেক বেশী বর্বর কাজ।"-(Quoted Dr. Cyril Garbett in 'In an Age of Revolution, P. 94)

সেকালের গ্রীক এবং আজকের পশ্চিমী সভ্যতার তুলনা করে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন ঃ

"আজকের যুগের অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেকগুলোই গ্রীকদের মধ্যে বর্তমান ছিল। গোঁড়ামি, জাত্যাভিমান, যুদ্ধবাদী মনোভাব, কমিউনিজম, নেতৃত্ব প্রিয়তা এবং দুষ্ট রাজনীতি তাদের ছিল। তাদের ছিল আজকের মত কলহ-প্রিয়তা ও অসভ্য আচরণ। ধর্মীয় নিপীড়নও তাদের কিছু ছিল। ভালো লোকও তখন ছিল। কিন্তু আজকের মত তখনও বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মৃত্যু, কারাদণ্ড ও নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতো। একটি বিষয়ে গ্রীক সভ্যতা আমাদের চেয়ে ভালো ছিল এবং তাহলো ঃ তাদের পুলিশ বাহিনীর অপটুতা, যার ফলে বিপুলসংখ্যক সৎলোক তাদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারতেন। .... ধর্মের নামে যে গোঁড়ামি খৃস্টানরা ইহুদীদের কাছ থেকে লাভ করেছিল, তাকেই আজকের শ্বেতাংগ বর্ণবাদীরা ভোল পাল্টিয়ে পুনরুজ্জীবিত করেছে। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল—এ সংক্ষিপ্ত সময়টুকু বাদ দিলে ইউরোপ তার বুদ্ধিবৃত্তি

www.pathagar.com

সত্ত্বেও সবসময় ভয়ংকর রূপে বিরাজ করেছে। দুঃখজনক হলেও আজ ইউরোপীয়রা তাদের সে পূর্বরূপ পরিগ্রহ করছে।"-('Western Civilization' in 'In Praise of Idleness'—by Bertrand Russel, P. 173-175)

বার্ট্রাণ্ড রাসেল মনে করেন যে, ইউরোপীয় নির্যাতন তার স্বভাব নিয়মেরই সঠিক ফলশ্রুতি। খৃস্টানদের ধর্মীয় নির্যাতনের মধ্যে এ ইউরোপীয় চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে যে কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, ধর্মীয় নির্যাতনের যে অভিযোগ সাধারণভাবে করা হয়, তার উপস্থাপনা সঠিক নয়। মধ্যযুগে খৃস্টান গীর্জার অধীনে যে নির্যাতন সংঘটিত হয়েছিল, তার জন্য দায়ী আবহমান ইউরোপীয় চরিত্র—ধর্ম নয়।

ইউরোপ ও ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের যে বিভৎস পরিচয় আমরা উপরে পেলাম, তাতে করে কি একথা বলা যায় যে, অসহনশীলতার জন্মদাতা ধর্ম ? আমরা কি দেখি না যে, ধর্মের অনুপস্থিতিতেই অসহনশীলতার মাত্রা অদৃষ্টপূর্বভাবে বেড়ে যায় ?

৫
ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিমী অসহনশীলতা

ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিমী ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার যে অসহনশীল মনোভাব, তা খুবই ভয়াবহ, মারাত্মক ও মর্মান্তিক।

এটা মর্মান্তিক পরিহাস যে, আজকের গণতন্ত্রের যুগ সাম্রাজ্যবাদের যুগও বটে। প্যারিস যখন 'স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যতার' বিপ্লবী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, ফরাসী সেনাবাহিনী তখন আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো ধ্বংস করছিল এবং তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছিল। ইংলণ্ড যখন নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল, চীন ও ভারতবর্ষকে তখন সে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছিল। এসব দেশের স্বাধীনতা সংস্কৃতিকে অমানুষিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়েছিল। লাংকাশায়ারের শিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য তারা ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্থাকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর মুখে। বৃটেনকে সমৃদ্ধ করার জন্য চীনকে করা হয়েছিল উজাড়। প্রভুত্বের সাম্রাজ্যবাদী পিয়াসা চরিতার্থ করার জন্য সাংহাইয়ের বিশাল গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছিল। স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় চেষ্টিত হবার অপরাধে আফ্রিকার মানুষকে ঠেলে দেয়া হয়েছে মৃত্যুর মুখে অতি নিষ্ঠুরভাবে। মৃত্যুর বিভীষিকা রাজত্ব করেছে আলজেরিয়ায়, কারণ সে চেয়েছিল স্বাধীনতা। আতংকের রাজত্ব চলেছে সাইপ্রাসে, কারণ সে দাবী করেছিল আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার। ফাদার ট্রেভর হাডলস্টোন তাঁর Naugt for your comfort গ্রন্থে আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী অসহনশীলতার মর্মস্পর্শী বিবরণ দান করেছেন। তিনি জনৈক আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ ওয়ার ওয়েড্রের বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন। "নির্দিষ্ট রকমের কিছু চাকরি ছাড়া ইউরোপীয় সমাজে আফ্রিকানদের কোনো স্থান নেই।" এ ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের ভূমিকা নির্দেশ প্রসঙ্গে ডঃ হাডলস্টোন বলেছেন ঃ "এখানে শুধু সম্পদ ও দারিদ্রের বৈপরিত্য নয়, বৈপরিত্য এখানে বর্ণবাদের উপর ভিত্তিশীল। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা সম্পদের এবং কৃষ্ণকায় আফ্রিকানরা হল দারিদ্রের প্রতীক।" এই-ই যখন ইউরোপীয়দের প্রকৃতি, তাদের সুকীর্তি, তখন তাদের সহনশীলতার উপদেশকে কি ধরনের মূল্য দেয়া যেতে পারে ?

ল্যাটিন আমেরিকায় কি ঘটেছে ? যা ঘটেছে তা আজ আর কারো অজানা নেই। বস্তুত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ অন্যদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এবং সে স্থানে স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায়

www.pathagar.com

ব্রতী হয়েছে। আর একেই আখ্যায়িত করা হয়েছে পশ্চিমের মহান সভ্যকরণ পুণ্যোদ্যোগ বলে। এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে তাদের প্রতিটি উদ্যোগে স্থানীয় সংস্কৃতির বিলয় ঘটানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এ অঞ্চলের ভবিষ্যত বংশধরদের মনে তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ বপন করা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। আর শিক্ষা ব্যবস্থার নিরাপদ সুড়ঙ্গ পথে একান্ত অলক্ষিতে এদের মন-মানসকে হত্যার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। লর্ড ম্যাকলে তার ভারতীয় শিক্ষার উপর লিখিত গ্রন্থে বলেছেন, "ইংরেজরা ভারতের যুব মানসকে এমনভাবে তৈরী করতে চেয়েছিল যাতে করে তারা জন্ম পরিচয়ে ভারতীয় এবং চিন্তাধারায় হয়ে উঠে ইংরেজ।" এভাবে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা অধিকৃত অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বরদাশত করেনি সেখানে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থান করে নেয়ার জন্য। পশ্চিমী সৈন্য ১৬১০, ১৭০৯, ১৮১২, ১৯২৫ এবং ১৯৪১ সালে রাশিয়া আক্রমণ করেছে। পনের শতক থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ পশ্চিমী আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে। এ আক্রমণের প্রকৃতি বিচিত্র। কখনো মিশনারী বেশে, কখনো বণিক এবং পর্যটকের পোশাকে, আবার কখনো রণপোতে নিয়ে। পশ্চিমী আগ্রাসন নীতির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন মিঃ জে. বি. শ'। তিনি লিখেছেন ঃ "ম্যানচেষ্টারের পণ্য সম্ভারের জন্য যখন সে (ইংরেজ) নতুন কোনো বাজার কামনা করে, তখন সে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে শান্তির বাণী শেখাতে। অধিবাসীদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে ধর্মপ্রচারকদের, নিহত হয় ধর্মপ্রচারক। শান্তির বার্তাবাহী ধর্মপ্রচারকরা তখন খৃষ্টধর্ম রক্ষার জন্য সসৈন্য আগমন করে, যুদ্ধ করে এবং জয় করে সে দেশটি। আর ঈশ্বরের দান হিসেবে সে বাজারকে তারা লুফে নেয়।"–(Quoted by Chrestopher Lioyd in "Domocracy and its Rivals, P.31)

পনের শতকের পর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার অবশিষ্ট সকল শূন্য এলাকা দখল করে নিয়েছে। আফ্রিকানদের তারা দাসে পরিণত করেছে এবং তাদের রপ্তানি করেছে আটলান্টিকের ওপারে আমেরিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের অর্থ লিপ্সার যন্ত্র হিসাবে কাজ করার জন্য। সহনশীলতার ঐ অগ্রদূতদের হাতে পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলো নির্যাতনের পর নির্যাতন অকথ্য নির্যাতন ভোগ করে এসেছে। আর্নল্ড টোয়েনবি স্বীকার করছেন ঃ

> "পশ্চিমের সংগে অবশিষ্ট দুনিয়ার সংঘর্ষ আজ চার কিংবা পাঁচশ' বছর ধরে চলে আসছে। এ সংঘর্ষ থেকে দুনিয়া, উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

www.pathagar.com

করেছে। আর দুনিয়া পশ্চিমকে কোনো আঘাত করেনি, বরং পশ্চিমই আঘাত করেছে—কঠিন আঘাত হেনেছে অবশিষ্ট দুনিয়াকে। .... নগ্ন আগ্রাসনের নীতি অনুসরণ করছে আজকের পশ্চিমী দুনিয়া। .... পশ্চিমী দুনিয়া সম্পর্কে বিশ্ব-মানুষের এ বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে ১৯৫০ সালে ৪ শত ৫০ বছরের যে এক কাল শেষ হলো, সেখানে পশ্চিমকে এ চেহারাতেই দেখা গেছে।"-(The World and the West, P. 1-4)

এখানে এটা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পশ্চিমী আগ্রাসন তাদের ক্ষুদ্র বৈষয়িক স্বার্থ কিংবা খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য অনেক প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতাকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলেছে। এ ধরনের এক অমানুষিক দুর্যোগ নেমে আসে কানাডার আদিম মানুষের উপর। জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং এর ফলে ধীরে ধীরে সে আদিম সমাজ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মুছে যাচ্ছে। ১৯৫২ সালে এদের মাত্র ৩০জন অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো নারী অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, এরাই তাদের জাতির শেষ বংশধর। এ হতভাগ্য প্রাচীন জাতি তাদের অভিযাত্রার শেষ ধাপে এসে আজ উপনীত হয়েছে।-(আরও বিবরণের জন্য Michael Joseph এর গ্রন্থ People of the Deer দেখুন)।

www.pathagar.com

৬

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ অসহনশীলতা

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি পশ্চিমী 'অসহনশীলতা' বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর জীবনব্যবস্থাকে কদর্য রূপ দেয়া হয়েছে। এভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা অবিরামভাবে করা হয়েছে। পশ্চিমের এ ব্ল্যাকমেইল ষড়যন্ত্রকে উইলিয়ম ড্রাপার তার History of the Intellectual Development of Europe গ্রন্থে সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "মুসলমানদের প্রতি আমাদের যে যুক্তিসম্মত দায়িত্ব রয়েছে, তাকে আড়াল করার ইউরোপীয় সাহিত্যের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা একান্তভাবেই নিন্দনীয়। তবে এগুলোকে সত্যিই বেশী দিন আড়াল করে রাখা যাবে না। ধর্মীয় বিদ্বেষ ও জাতীয় অহমিকার উপর ভিত্তিশীল অন্যায়-অবিচার চিরস্থায়ী রূপ পেতে পারে না।"

রবার্ট ব্রিফল্ট, স্কট, রবার্ট এল. গালিক (ছোট) এবং আরও অনেক ঐতিহাসিক ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত ও গোপন করার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। অধিকাংশ পশ্চিমী লেখক, এমনকি ইসলামকে ইসলাম বলতেও রাজী নন। তারা সবসময় একে 'মোহাম্মাদানিজম' বলে অভিহিত করেন যা কোনোক্রমেই যথার্থ নয়।

এ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ ধর্ম বিরোধী উন্মত্ততা আরো বেশী পীড়াদায়ক। গ্রীসে সমগ্র 'মুরিয়া' সম্প্রদায়কে নির্মম মৃত্যুর শিকারে পরিণত করা হয়েছিল। এমনকি নারী, শিশু ও মহিলাদের প্রতিও সামান্য করুণা প্রদর্শন করা হয়নি। 'মুরিয়া' সম্প্রদায়ের প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। স্পেন ও সিসিলি থেকে মুসলমানদের উজাড় করা হয়েছে হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে। আজ সেখানে একজনও জীবিত মুসলমান নেই। বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। আর এর জন্য হত্যা, নিপীড়নসহ সব রকমের পন্থাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনুসৃত হয়েছে। গ্রীসে কোনো মসজিদের চিহ্ন পর্যন্ত আজ অবশিষ্ট নেই। ফিলিস্তিনে বিদেশী এক সম্প্রদায়কে অন্যায়ভাবে আমদানি

www.pathagar.com

করা হয়েছে এবং মুসলমানদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে তাদের বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের 'গৃহহীন' করে সেখানে বিদেশী ইহুদীদের গৃহদান করা হয়েছে। ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তুরা আজও চরম দুঃখ-দুর্দশার জীবন যাপন করছে। ইসরাঈলের সাম্রাজ্যবাদী তলোয়ার এদের পৃষ্ঠদেশে উঁচিয়ে রাখা হয়েছে। মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমের মুসলিম বিরোধী হিংস্র গোঁড়ামিকে কোনো দিনই ক্ষমা করতে পারে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নে মুসলমানদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তাও আজ সকলের জানা। ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমে এবং ধর্মহীন রাশিয়ায় এ ব্যাপারে একই মানসিকতা বিরাজ করছে। তাদের হিংস্র গোঁড়ামি ও অসহনশীলতার আকৃতি বড় ভয়াবহ। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার পর এই যে মানসিকতার অভ্যুদয়, একে যদি 'সহনশীলতা' বলা হয়, তাহলে 'অসহনশীলতা' বলা হবে কাকে?

www.pathagar.com

৭
বিজ্ঞান ও সহনশীলতা

আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কল্পকথা হলো ঃ ধর্মীয় আধিপত্যের বিলয় ঘটানোর পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এক সহনশীল যুগের অভ্যুদয় ঘটেছে। ধর্ম সবসময় স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানের পরিপন্থী। বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসার স্থান ধর্মে নেই। ওয়েস্টার মার্কের ভাষায়, 'সত্য গোপন করার মত জঘন্যতা বিজ্ঞানের কাছে অজানা।' আরও দাবী করা হয় যে, "সহনশীলতার প্রকৃত শিক্ষা মানুষের অন্তঃকরণে বপন করার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষতার প্রতিষ্ঠা করেছে বিজ্ঞান। আজ মুক্ত চিন্তার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। চিন্তার স্বাধীন প্রকাশ প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার। ভিন্ন ও বিরোধী মতামত পোষণের জন্য আজ আর কাউকে অভিযুক্ত করা হয় না, নির্যাতন করা হয় না, কিংবা কারো প্রতি কোনো ভেদ নীতি পোষণ করা হয় না। চলমান মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য কেউ আজ আর তিরস্কৃত হয় না, বরং সম্বর্ধিত হয়ে থাকে সে। ধর্মের মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এটা এক বিরাট অবদান।"

এগুলো সুন্দর দাবী বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বাস্তব অবস্থা এগুলোর সমর্থন করে না ; বরং বিপরীত অবস্থার প্রতিই এগুলো অঙ্গুলি সংকেত করে মাত্র।

বিজ্ঞানের জগতে চলমান চিন্তাধারার সাথে দ্বিমত পোষণ করা কিংবা তা থেকে পদস্খলনের মত ঘটনাকে খুব কমই বরদাশত করা হয়। চিন্তা সেখানে এখনও শৃংখলিত। নির্যাতন-নিপীড়ন সেখানে ব্যাপকভাবে প্রবহমান। অবশ্য নির্যাতনের প্রকৃতি কিছুটা পৃথক ধরনের। আর পৃথক হবার কারণ, রাষ্ট্র কিংবা মধ্যযুগের খৃস্টীয় শাসন যেমন সুসংগঠিত ছিল, বিজ্ঞান জগত তেমন নয়। কতকগুলো দৃষ্টান্ত ঃ

বিজ্ঞানীদের অন্যান্য পক্ষের চেয়ে স্বগোত্রীয় বিজ্ঞানী ও বিদ্বান মণ্ডলীর তরফ থেকেই অধিকতর বিরোধিতা ও বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয়। গ্যালিলিও পথভ্রষ্ট পোপের নিকট থেকে নয়, বরং তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের তরফ থেকেই অধিকতর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু 'পদুয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁর প্রথম শিক্ষক তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দ্বারা গ্রহ কিংবা চন্দ্রদেশ পরীক্ষা করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেছিলেন। গ্যালিলিও এ্যারিস্টোটল তত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সহযোগী ও অন্যান্য অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীরা তাঁর কথা

www.pathagar.com

শুনতেও নারাজ ছিলেন। আর এটা ঘটেছিল এমন এক সময়, যখন গির্জা গ্যালিলিওর প্রতি কোনোরূপ নজরই দেয়নি।

'ইনডাক্‌টিভ মেথড'-এর তথাকথিত আবিষ্কর্তা লর্ড বেকন 'কুপারনিকান পদ্ধতির' কঠোর বিরোধিতা করেন। হার্ভে তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব সারকুলেশন অব ব্লাড' (Circulation of Blood)-এর কথা প্রকাশ করলে তিনি কঠোরতম সমালোচনার শিকারে পরিণত হন। মাথা পাগল, ভারসাম্যহীন মানুষ বলে তাঁকে আক্রমণ করা হয়। বিরোধিতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, হার্ভের পরামর্শ ব্যবসার পরিমাণ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। অধ্যাপক স্টেনশন আবিষ্কার করেছিলেন—'হৃদপিণ্ড পেশী বিশেষ'। কিন্তু তিনি তাঁর স্বদেশ নেদারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের থেকে এমন ব্যবহার পেয়েছিলেন যে, তাঁকে অবশেষে নেদারল্যাণ্ড ছাড়তে হয়েছিল। তিনি ইটালীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'ভ্যাকসিনেশন' সম্পর্কে জেনারের (Jenner) মত প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। 'হৃদক্রিয়া পদ্ধতি'র আবিষ্কর্তা উভেন ব্রুগার এমন আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন যে, পরম দুঃখভরে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল ঃ "যাঁরা তাঁদের আবিষ্কার দ্বারা শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা বিধান করেছেন, পরশ্রীকাতরতা, অপবাদ এবং এমনকি ঘৃণা ও জঘন্য কুৎসার অন্ধকার এসে তাদের জীবনকে ঢেকে ফেলতে দ্বিধা করেনি" (Science and the Supernatural)। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকেও অনেক কুৎসা কাহিনীর দৃষ্টান্ত মিলে। স্যার হারবার্ট বার্কার নাইট উপাধি পেয়েছিলেন এবং এটা প্রমাণ করে যে, তাঁর সাধনা একেবারে মূল্যহীন ছিলো না। তবু 'এ্যান্যাসথিটিক্‌স'-এর মেডিক্যাল রেজিস্টার ডঃ অব্রাহাম বার্কারের রোগীদের জন্য তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যদি লোকেরা চলমান পদ্ধতির সাথে বিদ্রোহকারী বার্কারের কাছে চিকিৎসা পরামর্শের জন্য যেত, তাহলে সেসব রোগী যতদূর সম্ভব কষ্টভোগ করে যাক, এটা কামনা করা হতো।"

–(Science and Supernatural, P.78.)

'বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন' চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন পথ যাত্রী এবং চলমান পদ্ধতির সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের জন্য এক চরম প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিরোধিতা, বয়কট ও বহিষ্কার সেখানকার সাধারণ অনুসৃত নীতি।

স্যামুয়েল বাটলার ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ তত্ত্বের' (Theory of Evolution) সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তির প্রতি কোনো কর্ণপাত করা হয়নি, বরং উপহাস করা হয়েছে তাঁকে, যেন তিনি ডারউইনের

www.pathagar.com

মত বিজ্ঞানের ঐরাবত-এর বিরোধিতা করে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। স্যামুয়েল বাটলারের প্রতি এ অবহেলার কথা অধ্যাপক টমাস (Prof. Thomas) তার 'ডারউইন এণ্ড মর্ডান সাইন্স' (Darwin and Modern Science) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। মনীষী মেনডেল ও 'বংশ পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত' তাঁর তত্ত্বকে মহানন্দে অবহেলা করে যাওয়া হয়েছে। কারণ, তার মত চলমান স্বীকৃত নীতির পরিপন্থী ছিল।–(The Revolt against Reason—by Arnold Lunn. P. 152.)

'রয়াল জুলোজিক্যাল সোসাইটি'র ফেলো ছিলেন ডঃ ডগলাস ডেয়ার। জুলোজিক্যাল সোসাইটির কার্য-বিবরণীতে তাঁর মতামতকে উপস্থিত করতেও তাঁকে কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। কারণ, তাঁর মতামত চলমান বিবর্তনবাদ চিন্তাধারার প্রতি ছিল এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। জুলোজিক্যাল সোসাইটির প্রসেসিংস এডিটর ডঃ ডগলাসকে তাঁর পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে পাণ্ডুলিপিতে সমিতির সেক্রেটারীর এ মন্তব্য লেখা ছিল ঃ "আমি দুঃখিত। পাবলিকেশন কমিটি আপনার গবেষণা নিবন্ধটি গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন প্রাণী তত্ত্ববিশারদ ও ভূতত্ত্ববিদদের এ সম্পর্কিত মতামত আমাদের কাছে রয়েছে। যদিও আপনার আবিষ্কার দীর্ঘদিনের কঠোর গবেষণালব্ধ ফল, তবু আমাদের বিশ্বাস এ ধরনের তথ্য প্রমাণের পথ ধরে কোনো মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে না।"

বস্তুত ডঃ ডগলাসের উপস্থিত তথ্য-প্রমাণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না তুলেই প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ একে অপসন্দ করে ফেলেছেন। বিবর্তনবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে দুঃখ করে তাই ডঃ ডগলাস ডেয়ার লিখেছেন ঃ

> "যারা এ 'সত্য' (বিবর্তনবাদ) গ্রহণ করতে রাজি নয়, তারা বিজ্ঞান জগতে কোনো দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত, পত্র-পত্রিকা তাদের লেখা প্রত্যাখ্যান করবে, বিজ্ঞান সমিতিগুলো তাদের অবদানের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করবে এবং প্রকাশকরা তাদের বই প্রকাশ করবে না। এভাবেই আজ স্বাধীন সত্যানুসন্ধিৎসুদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে অতি সুনিপুণভাবে।"

–(Difficulties in Evolutionary Theory—by Dr. Douglas Dewer)

কমাণ্ডার আকুর্থের পাখি এবং স্রোত-পদ্ধতির উপর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থটিও অনুরূপ ব্যবহার লাভ করে। শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার' এ গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে একে উপহাস করে ও বিকৃতরূপে চিত্রিত করে। অথচ 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' এ গ্রন্থ সম্পর্কেই মন্তব্য করে ঃ "সত্যই এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি এ বই। পাখি, পোকা-মাকড় ও এ জাতীয় প্রাণীর স্থানান্তরকারী

www.pathagar.com

অভিযাত্রা সম্পর্কিত সাধারণভাবে স্বীকৃত ধারণার প্রতি এক প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ এনেছে এ গ্রন্থ। বক্তব্যগুলো বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।"

–(The Revolt against Reason—by Arnold Lunn, P. 154)

* ডারইউনের সহকর্মী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী টি. এইচ. হাক্সলী মন্তব্য করেনঃ "পাণ্ডিত্যাভিমান ও হিংসা বিজ্ঞান-জগতের লোকদের এক আত্মঘাতি দোষ।" বিজ্ঞান সমিতির নিকট এক পাণ্ডুলিপি পাঠানোর পর লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"আমি জানি, আমি এ মুহূর্তে আপনার কাছে যে লেখাটি পাঠালাম তা খুবই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণও, কিন্তু সেই সাথে আমি এও জানি যে, লেখাটি প্রকাশিত হবে না। এর বিরুদ্ধে সে কিছুই বলতে পারবে না, শুধু পারবে পরম ঘৃণাভরে মৃত্যুর প্রশান্তির দিকে ঠেলে দিতে। বিস্মিত হয়ে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, কেন? কারণ, এ বিষয়ের উপর গত বিশ বছরের এক দীর্ঘ আধিপত্য চলছে এবং কেউই এদিকে পা মাড়ায়নি। এবং আজ সে ধরে নিয়েছে, সমগ্র প্রকৃতি জগত তারই জন্য বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা এবং কারও অনধিকার প্রবেশ এখানে স্বীকৃত নয়।"

এ চিঠিতে টি. এইচ. হাক্সলী এর আগে আরো লিখে এসেছেন ঃ

"সুমহান বিজ্ঞান জগতে যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চলছে, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা আপনার নেই। যদিও এ জগত পবিত্র থাকা উচিত ছিল, তবু মানুষের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মত এ বিজ্ঞান জগতও কলুষিত হয়ে পড়েছে বলে আমি ভয় করছি। একক প্রতিভা এখানে খুব কমই মূল্য পায়। আরও বেশী কিছু করার জন্য প্রতিভার সাথে এখানে প্রয়োজন কূট-কৌশল ও স্বার্থ বুদ্ধিজাত জাগতিক জ্ঞান।"–(Science and the Supernatural)

মিঃ লিউন (Arnold Lunn) একে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানের অনুরূপ কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ সংগঠিত বিজ্ঞান আজ ধীরে ধীরে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রের স্থান অধিকার করে বসছে।"

বিবর্তনতত্ত্বের ব্যাপারেই মুক্ত চিন্তার বিকাশ সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। মিঃ আর্নল্ড লিউন রয়াল সোসাইটির একজন বিজ্ঞ সদস্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উক্ত সদস্য আর্নল্ড লিউনকে বলেছিলেন, "চলমান দৈহিক বিবর্তনতত্ত্বের বিরোধিতা করা একজন জীব-বিজ্ঞানীর পক্ষে আজ তাঁর বৃত্তিগত আত্মহত্যার শামিল।" হার্ভার্ডের এনাটমি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ডুইট আর্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন ঃ

www.pathagar.com

"বিবর্তনবাদের ব্যাপারে 'জিট গেইষ্ট-এর উপর যে ভীষণ নিপীড়ন চালানো হয়েছিল, সে সম্পর্কে বাইরের লোক কোনো ধারণাই করতে পারে না। এ শুধু আমাদের চিন্তাধারাকেই (আমি যেমন আমার ক্ষেত্রে অনুভব করছি) প্রভাবিত করেনি, বরং এ নির্যাতন অতীতের বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান জগতের কয়জনইবা আজ তাদের মনের সঠিক চিত্রকে তুলে ধরার সৎ সাহস রাখে।"-(Quoted by Arnold Lunn)

ডঃ আলস্কিস সেরেল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং বিখ্যাত "ম্যান দি আননোন" গ্রন্থের লেখক। তিনিও অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার ওলিভার লজ ঘোষণা করেন ঃ

"বিস্ময় ও দুঃখের ব্যাপার এই যে, অতীতের ধর্মবেত্তাগণের কুৎসিত আচরণকে সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানের পুরোহিত ও আচার্যবৃন্দ ব্যাপকভাবে অনুকরণ করেছেন। নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের বিকাশ প্রতিহত করার জন্য তাঁরা তাঁদের প্রশংসিত তত্ত্বাবলী বিশ্বজগত সম্বন্ধীয় মহৎ জ্ঞানের বিরোধিতা করতেও রাজি আছেন। অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত যুক্তির অজুহাতে তাঁরা প্রমাণিত সত্যেরও বিরোধিতা করেন।"

–(Science and the Supernatural, P. 219)

এতক্ষণ আমরা গণতান্ত্রিক বিশ্বের অবস্থা আলোচনা করলাম। রাশিয়া এবং এর প্রভাবাধীন দেশগুলোর অবস্থা আরও করুণ। কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে স্বাধীন চিন্তাকে কিভাবে শৃংখলিত করা হয়েছে, তা জানার জন্য আমরা ই. এ্যাসের লিখিত "সাইন্টিস্টস্ ইন রাশিয়া (Scientists in Russia) কোনয়েজারকল লিখিত 'ডেথ অব এ সাইন্স ইন রাশিয়া' (Death of a Science in Russia) এবং জুলিয়াস হাক্সলী লিখিত 'সোভিয়েট জেনেটিকস্ (Soviet Genetics) শীর্ষক গ্রন্থের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।*

* সোভিয়েট ইউনিয়নের ধর্মহীন কম্যুনিষ্ট শাসনে অসহনশীলতার লাখো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

৮
আধুনিক বিশ্বে স্বাধীনতা

মুক্ত চিন্তাকে শৃংখল পরানোর ঘটনা আজকের বিজ্ঞান জগতেই ঘটছে। আধুনিক বিশ্বে স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার সার্বিক অবস্থা খুবই দুঃখজনক। এমনকি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কণ্ঠও যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে। 'সোভিয়েট ইউনিয়নকে যতটা কুৎসিত মনে হয়, সে ততটা কুৎসিত নয় কেন, এবং আমেরিকা কেন ততটা উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ নয়, যতটা ভাবা হয় ?' এমন প্রশ্নের জবাব দিয়ে রাসেল বলেছিলেন ঃ

> "আমি মনে করি রাশিয়া ততটা কুৎসিত নয়, যতটা অনেকে ভেবে থাকে। অবশ্য রাশিয়া সম্পর্কে আমি বেশী কিছু জানি না, তবে আমি যেটুকু জেনেছি তাতে রাশিয়া কিছুটা খারাপ বটে। শ্বেতাংগ-প্লাবিত আমেরিকায় এমন অনেক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে, যেগুলোর সাথে মানুষ যথেষ্টভাবে পরিচিত নয়। সাধারণ্যে খুব বেশী প্রচারিত নয় এমন এক ধরনের গোপন নিপীড়ন সেখানে চলে থাকে এবং এগুলো খুবই ফলপ্রসু। কোনো মানুষ সামান্য কিছু বিপ্লবী মতামত পোষণ করলেও, তাকে এমন সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করতে হয় যে ঃ (ক) সে যে কোনো সময় জীবিকার্জনের উপায় থেকে বঞ্চিত হতে পারে, এবং (খ) আরও অধিক হলে, তার জীবন ধারায় ছেদ নেমে আসতে পারে। আমি মনে করি, আমেরিকায় এক ব্যাপক ধরনের সন্ত্রাস অবস্থা বিরাজমান রয়েছে। আমাদের সংবাদপত্রগুলো এর উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করে না।"-(How near is War—by Bertrand Russel, P.20.)

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি প্রশ্ন-উত্তরের উল্লেখ এখানে করা যায় ঃ

প্রশ্ন ঃ চিন্তাশীল মানুষ তাদের মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে এবং এক ধরনের গোপন, কঠোর সেন্সরশীপ ব্যবস্থা সকলের কণ্ঠ নীরব করে দিচ্ছে ও স্বাধীন ধ্যান-ধারণার প্রকাশকে ব্যাহত করছে—এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কি আটলান্টিকের উভয় পার্শ্বে বিরাজমান নেই ?

উত্তর রাসেল ঃ হাঁ, হাঁ। আমি এ অবস্থার সাথে পরিচিত। আমেরিকায় ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দেয়া হয়, একথা বলার জন্য আমার ছ' মাস জেল জুটেছিল। তারা এ সত্য অস্বীকার করেনি, কিন্তু বলেছিল, এটা এমন এক ধরনের ঘটনা যা আপনার প্রকাশ করা উচিত নয়। আমেরিকার

www.pathagar.com

এক সরকারী দলিল থেকে উদ্ধৃত এ সত্যের বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি যা বলছেন, সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবহিত।–(ঐ, পৃষ্ঠা–৩৫)

আমেরিকার এ অবস্থা স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার পূজারীদের মুখ লজ্জায় নত করে দেয়। ডঃ রবার্ট এম. হাটচিন্‌স একজন সুপরিচিত আমেরিকান। এক সময় তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বলেন ঃ

"আমেরিকার অনেক জায়গায় শিক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মুক্ত অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সেখানে নেই। এ পরিবেশে অর্থনীতি, ইতিহাস অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক তার ছাত্রদের শিক্ষাদান করতে পারে না। এমনকি সাহিত্যের শিক্ষককেও বড় সাবধানে থাকতে হয়। ইণ্ডিয়ানরা টেকস্ট বুক কমিশনের জনৈক সদস্য কি 'রবিন হুডে'র কাজকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক বলে আখ্যায়িত করেছিল না ?" –(Quoted by Nathanial Mickleen, The Listener Weekly, London, Sep. 9, 1954. P.388)

হার্ভার্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক ও অন্যান্য অনেক দায়িত্বশীল কর্মচারীকে 'ভয়ংকর সব ধারণা' পোষণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। "পাঠ্য-পুস্তকের সেন্সরশীপ ব্যবস্থা গোটা দেশেই বিস্তার লাভ করছে। ..... ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক সকল জায়গায় দেশপ্রেমিক ও এ ধরনের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়।"–(Freedom, Loyalty Dissent-by Henry Steel Cammager, P. 12)

স্বাধীন অনুসন্ধান এবং মহৎ লক্ষ্যাভিসার বলতে গেলে সেখানে আজ এক দুঃসাহসিক উদ্যম। আর এর ফল দাঁড়িয়েছে এই ঃ

"ইতিমধ্যেই সরকারী নির্দিষ্ট ধরনের কিছু ম্যাগাজিন পড়তে এবং এ ধরনের কিছু সংগঠনে যোগদান করতে ভয় করছে। শিক্ষকরাও কতকগুলো বিশেষ বিষয় ক্লাসে আলোচনা করতে ভয় পায়। খুব বেশী দিন নয়, নিউইয়র্ক সিটির এডুকেশন বোর্ড তাদের আশ্বাস দিয়েছিল ঃ "উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে আপনারা কমিউনিজমও আলোচনা করতে পারেন। আর সে উদ্দেশ্য হবে কমিউনিজমের রূপ কেমন বিভৎস, তা ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা। আমেরিকার নারী-পুরুষরা আজ সংখ্যালঘু কোনো দলে বা 'ভয়ংকর' কোনো সংগঠনে যোগদান করতে, অথবা সংস্কার কামনায়

www.pathagar.com

কোনো আন্দোলনে নামতে দ্বিধা করছে। .... কিছুদিন আগে 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকা পড়ার অপরাধে একজন কৃতি নিগ্রো সামরিক অফিসারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।-(Freedom, Loyalty and Dissent, P. 9-10)

ক্যালিফোর্নিয়া নাগরিক অধিকার পরিষদের তদন্ত রিপোর্টে (Investigtion Report of the California Civil Liberties Union) শিক্ষাঙ্গনে মুক্ত চিন্তার দুর্দশা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমরা মাত্র একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি ঃ

"ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রশাসনের উপর এক বছরের সন্ত্রাস ও বিচ্যুতি যে অশুভ ছায়া ফেলেছিল, তার হিসেব ঃ ছাব্বিশজন উপদেষ্টা আক্রান্ত, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশটি নিয়মিত পাঠ্য বিষয় বর্জন, বিপুল সংখ্যক অধ্যাপকের পদত্যাগ, অনেক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কর্তৃক চাকুরি গ্রহণে অস্বীকৃতি, বিদ্বানমণ্ডলী ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক রিজেন্ট গৃহীত পদক্ষেপের নিন্দাবাদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ আস্থার অভাব। .... উচ্চ শিক্ষার দীর্ঘ ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত চিন্তা ও ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে এত ব্যাপক ও ভয়াবহ অপরাধ আর কখনও সংঘটিত হয়নি।"

অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটেছিল যে, মন্ট্রিলের (কানাডা) আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্ব সম্মেলনে 'ম্যাক কারান-ওয়ালটার ইমিগ্রেশন এ্যাক্ট'-এর সমালোচনাকালে একজন প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ বলেছিলেন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন যে, বিপুল সংখ্যক বিদেশী বিজ্ঞানীকে ভিসাদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উদ্বেগজনক সে অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ অধ্যাপক বলেন ঃ

"পরিবারবর্গ উপোস করে থাকবে এবং চলমান মতাদর্শের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে—এ ধরনের ভয় ও পরিবেশ বিদ্বানদের দুর্বল করে দেয় এবং সে একজন ভীরু শিক্ষক, অন্ধ গবেষণাকর্মী এবং স্নায়ুরোগগ্রস্ত মানুষে পরিণত হয়।"-(Quoted by Helen Freeland Gibb in a lettle under the caption Free Speech and America Liberty in the Listener, the London Weekly)

আমেরিকার এ ভীতিকর অবস্থার আর একটি চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্ত হলো সেখানকার আইনজীবীদের অবস্থা। রাষ্ট্র বিরোধী কাজের অপরাধে যারা

www.pathagar.com

সেখানে অভিযুক্ত হয়, আইনজীবীরা তাদেরকে আইনগত সমর্থন দিতেও ভয় পায়। অথচ আইন বিধির সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, আইনজীবীরা তাদের 'সার্বিক মনোযোগ মক্কেলের স্বার্থে নিয়োজিত করবে। বিচার বিভাগীয় কোনো বিরাগ, অথবা জনসাধারণের অসন্তুষ্টির ভয় তাদেরকে তাদের পূর্ণ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখবে না।' ১৯৫৩ সালে আমেরিকার বার এ্যাসোসিয়েশনের এক বিশেষ কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে, 'আমেরিকার আইনজীবীগণ সাধারণত মনে করেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনী পরামর্শ গ্রহণের অধিকার প্রতিটি আসামীর রয়েছে, সে যতই জন-নিন্দিত হউক না কেন। তবুও রাষ্ট্র বিরোধী কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয় সুযোগ, এমনকি কোনো সুযোগই তাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না। বালটিমোরের 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ফ্রাঙ্কফেলড' মামলায় আসামী পক্ষ তিরিশজনেরও বেশী আইনজীবীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 'কমনওয়েলথ অব পেনসেলভানিয়া বনাম নেলসন' মামলায় স্বয়ং আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়াতে হয়েছিল। আসামী আমেরিকার বিভিন্ন শহরের প্রায় সাতশতেরও বেশী আইনজীবীকে তাঁর পক্ষ সমর্থনের আবেদন জানিয়ে কোনো সাড়া পাননি। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ফ্রায়েন এট অল' মামলায় আসামীগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্কিট আপিল আদালতে পেশকৃত এক হলফনামায় বলেন ঃ

> "সমগ্র দেশের প্রায় ২৮টি আইন প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁরা তাঁদের বিষয় আলোচনার জন্য লিখেছেন। এর মধ্যে ১২টি প্রতিষ্ঠান তাঁদের অনুরোধের কোনো প্রকার জবাবই দেয়নি। অবশিষ্ট ১৬টি প্রতিষ্ঠান জবাবে তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে এই বলে যে, তারা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করবে না অথবা করতে পারে না।"-(Freedom, Loyalty and Dissent—by H. S. Commager, P. 11-12.)

এ ভীতিকর অবস্থা, মুক্ত চিন্তার উপর এ নির্যাতন, মতপার্থক্যের প্রতি এ অসহিষ্ণুতা এবং এ বিভেদ প্রভৃতিই বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে বলতে বাধ্য করেছে ঃ

> "স্বাধীন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিকে সাধারণ চোর হিসাবে জেলে পাঠাবার যে ঘটনা তিরিশ বছর আগে ইণ্ডিয়ানায় ঘটেছিল, আমি ইংলণ্ডে তেমন কোনো ঘটনা স্মরণ করতে পারছি না। আজকাল কোনো ইংরেজ আমেরিকায় গেলে জনগণকে নির্যাতনের এক এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা লাভ করে। ..... তবু এ ব্যবস্থা আমেরিকায় 'গণতন্ত্র' বলেই

www.pathagar.com

পরিচিত। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত 'গণতন্ত্র' কোনো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ছিল না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার ব্যবস্থার নামই ছিল 'গণতন্ত্র'। গণতন্ত্র তার এ তাৎপর্য এখন হারিয়ে ফেলেছে। রাশিয়ার এটা সামরিক নিপীড়নের দ্বারা পরিচালিত সরকার, আর আমেরিকায় এটা বিত্তবানদের পরিচালিত সরকার অথবা তা এমন একটি সরকার যেখানে বিত্তবানদের ভূমিকা অপ্রতিহত।"–(Democracy and the Teacher in the United States, Published in the Manchester Guardian, Weekly, November, 1591.)

মিঃ রাসেল ইংলণ্ডের প্রতি খুব উদারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সেখানকার চিত্র তা নয়। খুব বেশী দিনের কথা নয় ; মাত্র বিশ বছর আগে স্ত্রী কম্যুনিষ্ট হবার অপরাধে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছিল।

কতকগুলো জীবন্ত সত্যকে তুলে ধরার জন্য এ দীর্ঘ ও কষ্টকর আলোচনার অবতারণা করা হলো। সুস্থ বুদ্ধির সমাধির উপর যারা দূরভিসন্ধির প্রাসাদ রচনা করেন, তাঁরাই এসব জ্বলন্ত সত্যকে এড়িয়ে যান। ধর্মের সমালোচকরা প্রায়ই আবেগপূর্ণ বর্ণনায় এসবের উপর কুয়াশার জাল ছড়িয়ে এবং খৃস্টান গির্জার নির্বুদ্ধিতার ইতিহাসকে সম্বল করে মন্তব্য করে বসেন যে, 'ধর্ম ও অসহনশীলতা দুই অবিচ্ছেদ্য যমজ।' মানবতার কোনো 'দুষ্ট ক্ষত' নিয়ে আলোচনার এটা কোনো বাঞ্ছিত পদ্ধতি নয়। তাই মাত্র অবস্থার ভারসাম্য বিধানের জন্যেই আমরা সাধারণ পাঠকদের সামনে সঠিক চিত্র তুলে ধরলাম। আলোচনাটি আমাদের দু'টি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় ঃ

(ক) অজ্ঞ প্রচারবাগিশরা যেভাবে চিত্রিত করতে চান, আধুনিক সমাজে স্বাধীনতার অবস্থা তেমন কুসুমাস্তীর্ণ ও সন্তোষজনক নয়। গোঁড়ামি, সন্ত্রাস, অসহিষ্ণুতা এবং নিষ্ঠুরতা অতীতের ঘটনা মাত্র নয়, আজকের দিনেও এগুলো এক তিক্ত সত্য। সব রকমের জ্ঞানোন্নতি এবং স্বাধীনতা সত্ত্বেও মানুষ বর্বরতার পরিসীমা পেরিয়ে উপরে উঠতে পারেনি। পশ্চিমী সভ্যতার ধারকদের একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, তাদের বিচরণদেশ তেমন 'সবুজ' নয়।

(খ) ইতিহাস বলছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মহীনদের শাসনাধীনে অসহনশীলতা অধিকতর ভয়াবহ, অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক এবং অধিকতর অমানুষিক রূপ ধারণ করে। এ সত্যের সামনে 'ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয়'—এ যুক্তি

www.pathagar.com

আর পালে বাতাস পায় না। ধর্মের অনুপস্থিতিতে যদি অসহিষ্ণুতার অবাধ রাজত্ব চলে, তাহলে অসহিষ্ণুতার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। 'গোঁড়ামি ও অসহনশীলতার প্রধান উৎস ধর্ম এবং আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব মুছে ফেলতে পারলে নিপীড়িত মানবতার উপরে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতার আশীস ধারা নেমে আসবে' —এমন কথা বলা হবে এক চরম মিথ্যাচার।

www.pathagar.com

৯
সহনশীলতা ও ইসলাম

সবশেষে আমরা দাবী করছি যে, পৃথিবীর ধর্মসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে এটা প্রমাণ হয়ে আসে যে, ধর্মের বিরুদ্ধে যে অসহনশীলতার অভিযোগ আনা হয়, ইসলাম তেমন অসহনশীল কোনো দিনই ছিল না। অধিকন্তু মানবতার মুক্তি ও সার্বিক উন্নতি বিধানে ইসলাম এক বিরাট শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। ইসলাম জ্ঞান ও শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছে, বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের প্রতি পরম অনুপ্রেরণা দান করেছে এবং মানুষের সামনে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের সত্যিকার আদর্শ তুলে ধরেছে। এটা মানুষকে সহিষ্ণুতা, সাম্য ও ভালবাসার মহিমা শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের নবী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পূজ্য দেবতা সম্পর্কে খারাপ উক্তি না করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন এবং হাদীস মানুষকে প্রকৃত সহনশীলতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলামের ইতিহাসে এ সহনশীলতার বিপুল সাক্ষ্য বহন করছে।

এ বিরাট বিষয়ে বিস্তৃত বিষদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা মাত্র ইসলামের শিক্ষা ও ইতিহাসের কিছু জ্বলন্ত সাক্ষ্যের উপস্থাপনা করছি। এখানে পুনরায় আমরা অমুসলিম ঐতিহাসিকদের অভিমত উদ্ধৃত করছি। এসব ঐতিহাসিকের অনেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব ও শত্রুতা পোষণের জন্য সুপরিচিত। শত্রুতা পোষণ সত্ত্বেও তাঁরা ইসলামের স্বপক্ষে যেসব বক্তব্য রাখতে বাধ্য হয়েছেন, নিশ্চয় তা অতীব বিশ্বস্ত এবং চূড়ান্ত।

ইসলাম একটি ধর্মমাত্র নয়, এটা কতকগুলো আচার-আচরণের সমষ্টি মাত্রও নয় অথবা নয় এ কোনো অবাস্তব নৈতিক দর্শন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য এতে রয়েছে সঠিক দিকনির্দেশনা। এটা সর্বব্যাপী এক পদ্ধতি, এক সমাজ ব্যবস্থা, এক রাষ্ট্রদর্শন, এক অর্থনৈতিক আদর্শ—এক কথায় সম্পূর্ণ এক জীবন পদ্ধতি। সুতরাং আকাশচারী কোনো দার্শনিকের উপস্থাপিত সংঘাত-সংক্ষুব্ধ মানব জীবনের সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত মোহনীয় কোনো নৈতিক শিক্ষার সমষ্টি ইসলাম নয়। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা জীবনের বাস্তবতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নৈতিক মূল্যবোধকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার মত পুন্য ও ন্যায়াদর্শ মণ্ডিত সুষম শক্তি এর রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ। আল কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○(الحج : ٤١)

"যদি আমরা তাদেরকে (মুসলমানদের) কোনো ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা দান করি (অর্থাৎ ক্ষমতায় অভিষিক্ত করি), তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে—সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"–(সূরা হাজ্জ ঃ ৪১)

নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ দার্শনিক দৃষ্টিকোণের অনুরূপ নয়। ইসলাম মানুষের জীবন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনতে চায়, নৈতিক শিক্ষার আলোকে তার জীবনকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে চায় এবং চায় মানুষের মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে। সুতরাং ইসলাম একদিকে এক জীবন দর্শন, অন্যদিকে জীবনের এক নিখুঁত কর্ম পরিকল্পনা। এ নয় কোনো নির্জীব নৈতিক দর্শন। এটা প্রাণবন্ত ও গতিশীল জীবনাদর্শ, একটি সমাজ ব্যবস্থা এবং একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র পদ্ধতি। ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার করে। সহনশীলতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা একটি মৌলিক অংগ। ইসলামের মূলনীতিসমূহের নিম্নলিখিত আলোচনা থেকে ইসলামী সহনশীলতার রূপ সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা যাবে।

ইসলাম ঃ সাম্যের ধর্ম

ইসলামী জীবনাদর্শের মূল কথা হলো তাওহীদ—আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর হলো এ তাওহীদ। এর উপরই গড়ে উঠেছে ইসলামী জীবন পদ্ধতির সুবিশাল ইমারত। তাওহীদের অর্থ হলোঃ সমগ্র বিশ্ব চরাচরের একজন প্রভু আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সমগ্র বিশ্বলোক ও মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। তিনি সারা জগতের স্রষ্টা ও প্রভু এবং তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান।

তাওহীদ শাস্ত্রীয় কোনো এক ধারণা মাত্র নয়। তা এক গতিশীল বিশ্বাস, এক বিপ্লবী মতবাদ, এক ঐতিহাসিক শক্তি এবং ভাগ্য-সম্মিলনী।

ইসলাম বলে যে, সমস্ত মানুষ এক আল্লাহর তৈরী, তারা সকলেই পরস্পর সমান। বর্ণ, শ্রেণী, বংশ ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য বিদঘুটে এক বিভ্রম মাত্র এবং এ বিভ্রমপূর্ণ পার্থক্যের উপর ভিত্তিশীল আদর্শগুলো পৃথিবীর সর্বনাশা আপদ। সমগ্র মানব সমাজ আল্লাহর একক এক পরিবার এবং কোনো বিভেদের স্বীকৃতিই এখানে চলতে পারে না। মানুষ এক—হোক তারা বুর্জোয়া

www.pathagar.com

কিংবা সর্বহারা, সাদা কিংবা কাল, আর্য কিংবা অনার্য অথবা প্রাচী কিংবা প্রতীচী। ইসলাম মানুষের ঐক্য ও সাম্যের এক বিপ্লবী মতবাদ পেশ করে। মানুষকে তার অর্থ, শক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা অঞ্চলের জন্য সম্মান নয়, মানুষকে সম্মান করতে হবে মানুষ হিসেবেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ -(بنى اسراء يل : ٧٠)

"আমি আদমের সন্তানদের (মানুষকে) সম্মানিত করেছি।"

আল্লাহ্ আল কুরআনে আরও বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝ (الحجرت : ١٣)

"হে মানুষ, আমি তোমাদের নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং বংশ ও পরিবারের মাধ্যমে তোমাদের পরিচয় দিয়েছি যাতে করে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম যে অধিক ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

মানবতার সম্মান, মানুষের সাম্যনীতি এবং মানুষে মানুষে গোত্র, বর্ণ ও অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্যের সফল বিলোপ সাধন ইসলামের মৌল শিক্ষার অংগ। প্রখ্যাত হিন্দু চিন্তানায়ক স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার (Sir C. P. Ramaswamy Aiyer) ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ইসলাম কিসের দাবী করে ? আজকের পৃথিবীর সত্যিকারভাবে সক্রিয় একমাত্র গণতান্ত্রিক ধর্ম ব্যবস্থা হিসেবে আমি ইসলামকে শ্রদ্ধা করি। শুধু আমি নই, প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সত্যের স্বীকৃতি দিবেন। আমি হিন্দু, হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার আস্থা সুদৃঢ়, তবু এ সত্য উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করার সাহস আমার আছে। দার্শনিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও আমার নিজের ধর্ম 'একক এক মানব সমাজের' বাস্তব প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হয়নি। ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে সমগ্র মানব সমাজ এক ও অভিন্ন—এ প্রয়োজনীয় ধারণার বাস্তব প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম ছাড়া জগতের আর কোনো ধর্মই সমর্থ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার 'বোয়ের' (Boers), শ্বেতাংগ অষ্ট্রেলিয়া অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা অথবা এমনকি ইংলণ্ডের সমাজ জীবনের আভ্যন্তরীণ কূট-কোন্দল প্রভৃতির মত কোনো সমস্যাও একমাত্র ইসলামেই দৃষ্টিগোচর হয় না।"-(Eastern Times, 22nd December, 1944)

www.pathagar.com

আর্নল্ড টোয়েনবীও তাঁর Civilization on Trial গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন এবং আজকের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার ক্ষেত্রে ইসলামের কার্যকারিতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার প্রধান বিষয়গুলোর সাথে জগাখিচুড়ী চিন্তার (ধর্ম-জাতি-নীতি নিরপেক্ষ) মনুষ্য জীবদের সম্মিলন দু'টি বিপদ এনে উপস্থিত করেছে—একটি হলো উৎকট বর্ণ সচেতনতা, অপরটি হলো মদ এবং এগুলোর প্রত্যেকটির মোকাবিলায় ইসলামের শক্তি এমন খেদমত দান করতে পারে যাকে গ্রহণ করলে আমরা উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে পারি।

মুসলমানদের মধ্য থেকে বর্ণবাদ-মানসিকতার বিলোপ সাধন ইসলামের একটি মহৎ অবদান। আজকের সমসাময়িক পৃথিবীতে ইসলামের এ মহান নীতির ব্যাপক প্রচার অতীব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের যা অবস্থা তাতে বর্ণবাদী অসহনশীলতার প্রচারকদের রূপ ক্রমশই ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করছে। তাদের এ বর্ণবাদী মানসিকতা যদি চলতে থাকে, তাহলে তা এমনকি ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বর্ণবাদ বিরোধী শক্তি যদিও আজ বর্ণবাদীদের সাথে তাদের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, তবুও বর্ণ সচেতনতা বিরোধী শক্তিশালী মানসিকতার উত্থান ঘটিয়ে বর্ণবাদী শক্তির উপর বিজয় লাভ করা যেতে পারে। ইসলামের বর্ণবাদ বিরোধী শক্তির সময়োপযোগী ব্যবহার দ্বারাই বর্ণবাদের বিলয় ঘটিয়ে সহিষ্ণুতা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।"
–(Civilization on Trial—by Arnold Toynbee, P. 205-206)

মানব জীবনের পবিত্রতা

ইসলাম শুধু মানুষের একত্ব ও সাম্যের কথাই বলে না, মানুষের রক্তের পবিত্রতার প্রতিও অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের জীবনকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ন্যায্য কোনো কারণ ছাড়া মানুষের রক্তপাত করা যাবে না। আল কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط ـ(المائدة : ٣٢)

"হত্যা ও ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া যে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব সমাজকেই হত্যা করে এবং এমতাবস্থায় যে একজন

www.pathagar.com

মানুষের প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিরই প্রাণ রক্ষা করে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২)

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য এক জায়গায় আল কুরআন বলছে ঃ

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ (الفرقان : ٦٨)

"আল্লাহর সাথে যে অন্য কিছুকে শরীক করে না, ন্যায্য কারণ ছাড়া আল্লাহ্ পবিত্র করেছেন এমন কোনো জীবকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না–এবং যারা এসব করে, তাদের অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮)

এ ধরনের ঘোষণা কুরআন শরীফে আরও কয়েক জায়গায় করা হয়েছে। রসূল (স) বলেছেন ঃ

"পাপরাশির মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হলো শিরক, তারপর আসে মানুষকে হত্যার অপরাধ, এরপর পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা এবং এরপর আসে মিথ্যা কথা বলার পাপ।"

অন্য এক ঘটনায় মহানবী (স) বলেছেন ঃ

"একজন মুসলমান তার ধর্ম প্রচার করে যায় (এবং থামে যখন) সে ন্যায্য কারণ ছাড়া মানব হত্যার মত অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।"

ইসলামের দৃষ্টিতে 'ন্যায্য কারণ' কি তা উপরে কুরআন শরীফের সূরা আল মায়েদার ৩২নং আয়াতের উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। ইসলাম এভাবে মানুষের জীবনকে পবিত্র করেছে এবং হত্যা ও পৃথিবীতে ফেতনা আর বিশৃংখলা সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া মানুষের রক্তপাত সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কোনো মানুষ যখন মানব রক্তের পবিত্রতা বিনষ্ট করে, তখন নিজেই সে তাকে হত্যার 'ন্যায্য কারণ' সৃষ্টি করে। হত্যা করা ও ফেতনা সৃষ্টি—এ দু' অপরাধেই শুধু ইসলামে হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সুবিচার ও আইনের শাসন

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করে সুবিচারের সাথে সমস্যার সমাধান করতে নির্দেশ দেয়। আইনের চোখে সকলেই সমান এবং বিচার পরিচালনায় কোনো পার্থক্য ও পক্ষপাতিত্বের কোনোরূপ প্রশ্রয়

www.pathagar.com

দেয়া চলবে না। আইনের শাসন এবং সুবিচার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবকিছুর উপরে। আইন এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে ইসলাম এমনকি মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করে না। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط -(النساء : ٥٨)

"যখন তুমি মানুষের মধ্যে বিচার করতে বস, তখন সুবিচার কর।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ج -(النحل : ٩٠)

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালংঘন।"
–(সূরা আন নাহল ঃ ৯০)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج -(الحديد : ٢٥)

"আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি পবিত্র গ্রন্থ ও ন্যায়দণ্ড যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

কুরআন শরীফে আরও বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا -(النساء : ١٣٥)

"হে বিশ্বাসীগণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তোমরা কঠোরতা অবলম্বন কর, আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, এমনকি এটা যদি তোমার নিজের, বা তোমার পিতার কিংবা তোমার আত্মীয়-স্বজনেরও বিরুদ্ধে যায় এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করো না বা বিচ্যুত হয়ো না। এবং যদি সুবিচারকে বিকৃত কর কিংবা সুবিচার প্রদর্শনে অস্বীকৃত হও, তাহলে মনে রেখ তুমি যাকিছু করছ আল্লাহ্ সবকিছুই দেখছেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫)

এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ শিক্ষা ইসলামের অনুসারীদেরকে সকল অবস্থায় পক্ষপাতহীন সুবিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। কুরআন শরীফ বলছে যে, এমনকি শত্রুর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুমি ন্যায়ের অনুসরণ করো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○(المائدة : ٨)

"হে বিশ্বাসীগণ ! সাম্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন কর। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেন তোমাদের সুবিচার থেকে বিপথগামী করতে না পারে। সুবিচারের সাথে কাজ কর। তা পরহেযগারীর নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, তুমি যাকিছু কর, আল্লাহ্ সবই জানেন।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮)

আর মুসলমানরা এ আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করেছিল, ইসলামের ইতিহাস এর বহুল দৃষ্টান্তে ভরপুর। রসূলুল্লাহ (স) এক চুরির মামলায় কুরাইশ গোত্রের বিরাট প্রভাবশালী এক মহিলার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেছিলেন। মক্কার কয়েকজন উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"আমি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি এ অপরাধ সংঘটন করতো, তাহলে সেও শাস্তি থেকে বিন্দুমাত্র রেহাই পেত না।"

খলীফা হযরত উমর (রা)-এর সময়ের ঘটনা। বকর বিন ওয়াইল গোত্রের একজন লোক হিরার একজন অমুসলিমকে হত্যা করেছিল। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের হাতে হত্যাকারীকে দিয়ে দেবার জন্য খলীফা উমর (রা) নির্দেশ দিলেন এবং তা করা হলো। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে (Islamic Law and Constiution-by Maudoodi, P. 179)। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসনকালে খলীফা হযরত উমর (রা)-এর এক পুত্র হুরমুজান নামক জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে। খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর শাসনকাল। একজন অমুসলিম জিম্মিকে হত্যার জন্য একজন মুসলমান অভিযুক্ত হয়। অপরাধ প্রমাণিত হবার পর হযরত আলী (রা) হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। নিহত লোকটির ভাই এসে হযরত আলী (রা)-কে বলে যে, সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে —কোনো রক্তের দাবী সে আর করে না। কিন্তু হযরত আলী (রা) মুখের একটু কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ভাই এ ব্যাপারে জেদ করতে থাকে এবং হলফ করে বলে যে, সে ন্যায্য রক্তপণ লাভ করেছে তখনই শুধু হযরত আলী (রা) অভিযুক্তকে ছেড়ে দিবার নির্দেশ দেন। এবং তিনি এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন ঃ

> "আমাদের জিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রিত অমুসলিম প্রজা) যে, তার রক্ত আমাদের রক্তের মতই পবিত্র এবং তার অর্থ-সম্পত্তি আমাদের অর্থ-সম্পত্তির মতই।" -(Islamic Law and Constiution-by Maudoodi, P. 179)

পরবর্তীকালেও, যখন ইসলামী সমাজের অধঃপতন ঘটেছিল, তখনও ইসলামী সুবিচারের অতুলনীয় দৃষ্টান্তের অভাব দৃষ্ট হয় না। একজন হিন্দু প্রজা সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক সুলতান মাহমুদ একজন প্রজার অভিযোগের জবাব দানের জন্য কাজির সামনে আদালতে হাজির হন (Travels of Ibne Batuta। শেরশাহ সুরী একজন ব্যবসায়ীর সাথে অসদাচরণ করার জন্য তাঁর ছেলেকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন (M. Zakaullah, Tarekh-i Hind, Vol. III, P. 341)। আওরঙ্গজেব আলমগীর একজন অমুসলিম মহিলার অবমাননা করার অপরাধে তাঁর প্রধানমন্ত্রী আসাদখানের পুত্র মির্জা তাফাখুরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। আলমগীর লিখেছেন ঃ "মানুষ স্রষ্টার আমানত, নির্যাতনের হাত থেকে এদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য।"-(Ancedotes of Aurangzb-by Sarkar, P. 109-11. See also Journal of Pakistan Historical Society, Vol-II No. 1. Article on Tolerance in Islam) মুসলমানদের সুবিচারবোধের কারণেই অমুসলিমরা তাদের ধর্মের শাসকদের চেয়ে মুসলিম শাসকের অধীনে বাস করতে অধিকতর পসন্দ করতো। T. W. Arnold তাঁর Preaching of Islam গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> "যখন মুসলিম সৈন্য জর্দান উপত্যকায় পৌঁছে এবং মুসলিম সেনাপতি আবু ওবায়দা 'ফিবলে' তাঁর শিবির স্থাপন করেন, দেশের খৃস্টান জনসাধারণ আরবদের লিখেন ঃ 'হে মুসলমানগণ, বাইজান্টাইনদের চেয়ে

আমরা আপনাদের পসন্দ করি। তারা আমাদের স্বধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সহায়-সম্পদ হরণ করেছে এবং আমাদের করেছে গৃহহারা। আর আপনারা এনেছেন আমাদের জন্য নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস এবং আমাদের উপর আপনাদের শাসন তাদের চেয়ে অনেক ভাল।' এমিসা নগরীর অধিবাসীরা তাদের নগরীর দরজা হেরাক্লিয়াসের খৃস্টান সেনাবাহিনীর মুখের সামনে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং মুসলমানদের জানিয়েছিল যে, এমিসা নগরীর অধিবাসীরা গ্রীকদের অবিচার ও অত্যাচারের চেয়ে মুসলমানদের শাসন ও সুবিচারকে অধিকতর পসন্দ করে।"–(The Preaching of Islam-by T. W. Arnold, P. 55)

ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই

ইসলাম একটি প্রচারকামী ধর্ম। আর মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, এ ধর্মের বাণী মানুষের কানে পৌঁছে দেয়া এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দেয়া এ জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা। এ দায়িত্বের রয়েছে দু'টি দিক ঃ এক, সকল প্রকার অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধ ; দুই, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। ইসলামের আদর্শ বলে, ধর্মের প্রচারে কোনো জবরদস্তি থাকবে না এবং অন্য ধর্মের মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। কিন্তু শত্রুতা-সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর জন্য শক্তির ব্যবহার করা যাবে—করতে হবে। কারণ, আক্রমণ, সীমালংঘন ও ষড়যন্ত্র সাধন অসহনশীলতা ও নির্যাতন-নিপীড়নের উৎস। ইসলাম নিপীড়নকারী ও অসহনশীলদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের অনুমতি দেয় না। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে তাঁর বিখ্যাত 'আল জিহাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার চেষ্টা করে কিংবা পৃথিবীতে ফেতনা ও ফাসাদ তথা অরাজকতা ও বিশৃংখলা ছড়ায় তাদের শিরচ্ছেদ করার ব্যাপারে ইসলামের তরবারী নিসন্দেহে অত্যন্ত ধারালো ও শক্তিশালী। এ ব্যাপারে তার ধারালো ও শক্তিশালী হওয়া যে ন্যায়সঙ্গত তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু যারা যালেম নয়, পাতকীও নয়, যারা আল্লাহর পথ অবরোধ করে না, যারা সত্য দ্বীনকে নির্মূল করতে ও তার অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করে না, যারা মানুষের শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করে না, তারা যে জাতির লোকই হোক না কেন এবং তাদের আকীদা বিশ্বাস যত বাতিল ও ভ্রান্ত হোক না কেন ইসলাম তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করে না। তাদের ব্যাপারে ইসলামের তরবারী ভোতা। তাদের রক্তপাত ইসলামের চোখে অবৈধ ও হারাম।"–(আল জিহাদ, পৃষ্ঠা–১৬৫)

www.pathagar.com

এ বক্তব্য কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর উপর ভিত্তিশীল ঃ

اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط -(المائدة : ٣٢)

"হত্যা ও ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া যে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব সমাজকেই হত্যা করে।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২)

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○(البقرة : ١٩٣)

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিপীড়নকারী ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো শত্রুতা রেখ না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○(البقرة : ١٩٠)

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে, আল্লাহর পথে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, কিন্তু শত্রুতা আরম্ভ করো না (এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমালংঘন করো না), মনে রেখ আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০)

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ط اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○(الشورى : ٤١ - ٤٢)

"যারা অন্যায় করে, অনুতপ্ত হয়ে তা থেকে বিরত হয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু যারা মানুষের উপর নিপীড়ন চালায় এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায় বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, তাদের প্রতিবিধান করতে হবে। এ ধরনের লোকদের জন্যই রয়েছে এক বেদনাদায়ক ধ্বংস।"

-(সূরা আশ শুরা ঃ ৪১-৪২)

www.pathagar.com

যারা তোমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসে আঘাত দিতে এগিয়ে আসে না, তোমাদের উচ্ছেদের কোনো ষড়যন্ত্র করে না, তাদের প্রতি দয়া ও সদাচরণমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেননি। কারণ, আল্লাহ্ ন্যায়-নিষ্ঠদের ভালোবাসেন। যারা তোমাদের ধর্মকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসে, যারা তোমাদের উচ্ছেদ করতে আসে কিংবা অন্যকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে, শুধু তাদের ক্ষেত্রেই বন্ধুত্ব ও আশ্রয়দানের মানসিকতা পোষণ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন এবং এমতাবস্থাতেও যারা তাদেরকে বন্ধু বানায়, তারা অন্যায়ের পথই অনুসরণ করে।

কুরআন শরীফের এ ঘোষণাগুলো খুবই সুস্পষ্ট। তবু ইসলাম প্রচারে বলপ্রয়োগের হুকুম না দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ج قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○(البقرة : ٢٥٦)

"ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথকে অন্যায়ের পথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন এবং জানেন।"

−(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তা এর অর্থ আরও সুস্পষ্ট করে দেয়। হিজরতের চতুর্থ বছর। রসূলুল্লাহ্ (স) বনী নাজির গোত্রকে তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। মদীনার আনসারদের যেসব সন্তান তখনও ইহুদী ছিল, তারাও বহিষ্কৃতদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিল। মদীনাবাসীদের (পৌত্তলিক অবস্থায়) এক রীতি ছিল এই যে, কোনো মহিলার ছেলে না বাঁচলে সে মানত করতো ঃ কোনো ছেলে বাঁচলে সে তাকে ইহুদী করে দিবে। মদীনাবাসীদের এ ধরনের কিছু সন্তান বনী নাজিরদের সাথে চলে গিয়েছিল। ইসলাম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা লাভের পর আনসারগণ বললেন যে, পৌত্তলিক থাকা অবস্থায় তারা ইহুদী ধর্মকে উৎকৃষ্টতর মনে করতো বলেই তারা ঐরূপ করতো এবং এখন তাদের সে ভ্রান্তির অবসান ঘটেছে। তারা পুরোপুরিভাবে ইসলামে বিশ্বাসী। সুতরাং তারা এখন তাদের সন্তানদের ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণে বাধ্য করবে এবং কিছুতেই তাদের ইহুদীর জীবন যাপন করতে দিবে না। এ ঘটনা উপলক্ষেই আল কুরআনের আয়াত নাযিল হয় ঃ "ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।"–(দেখুন, আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে আবি হাতিম এবং ইবনে হায়ান)।

মুসলিম আইনবেত্তা ও তাফসীরকারগণ ইসলামের মৌল আইন সংক্রান্ত এ সমস্ত আয়াতের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইবনে কাসির তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে লিখেন ঃ

"ইসলাম কাউকেই ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে না। কারণ, এ ধর্ম এত সুস্পষ্ট, এর বক্তব্য এত পরিষ্কার ও যুক্তিসম্মত এবং এর আবেদন এত জ্বলন্ত ও প্রাণময় যে, এ ধর্ম গ্রহণের জন্য কাউকে জোর করার প্রয়োজনই পড়ে না। আল্লাহ্ যাদের পথ দেখাবেন এবং যাদের অন্তঃকরণ সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুখ হবে, তারা আপনাতেই এসে এ ধর্ম গ্রহণ করবে। আর যারা তাদের হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে—সত্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, তাদেরকে জোর করে এ ধর্মে শামিল করেও কোনো লাভ নেই।"–[তাফসীরে ইবনে কাসির (উর্দু) Vol. III, PF]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরআন শরীফের বিখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা জামাখ্‌শারী লিখেন ঃ

"ধর্ম গ্রহণের জন্য বলপ্রয়োগ বা অন্য কোনো প্রকারে বাধ্য করার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি। এটা তিনি মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এ আয়াতকে কুরআন শরীফের অন্য এক আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে গোটা মানব সমাজই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। (হে নবী) আপনি কি মানুষের উপর ধর্ম বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে পারেন ?'–এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সব মানুষকেই মুসলমান বানিয়ে দিতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেননি) সমগ্র সমস্যাটি তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।"–(তাফসীর কাশ্‌শাফ–আল্লামা জামাখ্‌শারী)

বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী তাঁর তাফসীরে লিখেন ঃ

"এ মত (ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই)-এর পরবর্তী আয়াত দ্বারা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "সত্য পথকে মিথ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়েছে।" এভাবে যুক্তির পরিষ্কার উপস্থাপনা হয়েছে, সকল বক্তব্য সকলের কাছে হয়েছে পানির মত পরিষ্কার। যুক্তির

www.pathagar.com

এ পথ গ্রহণ করে যে পদ্ধতিকে অচল ঘোষণা করা হয়েছে, তাহলো ঃ বাধ্যকরণ। এ পদ্ধতি অযৌক্তিক এবং মানুষের দায়িত্ববোধেরও পরিপন্থী এবং এ কারণেই আল্লাহ একে অনুমোদন করেননি। (ইমাম রাযী, 'আল জিহাদ' মাওলানা মওদূদী কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা-১৬৯)।

উপরের আলোচনা সহনশীলতার ইসলামী দৃষ্টিকোণের সম্যক পরিচয় দান করে। ইসলামের এ নীতি যেমন কুরআন শরীফে ঘোষিত হয়েছে, সকল যুগের ইসলামী চিন্তাবিদগণের মুখেও তেমনি তা উদাত্ত কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে আসছে। এটা কি অসহনশীলতা ? একে কি বলা যাবে গোঁড়ামি ? আমাদের সমালোচকরাই বলবেন, তাঁদের অভিযোগে কি সারবত্তা আছে ?

লক্ষ্য দ্বারা পথের বিচার হয় না

অধিকন্তু ইসলাম তার অনুসারীদেরকে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট উপায়ে ইসলামের প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে বলে এবং এ ব্যাপারে সুবিবেচিত, ন্যায়ানুগ এবং সম্মানজনক পদ্ধতির অনুসরণ করতে বলে। 'লক্ষ্যের প্রয়োজনে পথ অনুসরণ'—এ পৈশাচিক নীতিকে ইসলাম ঘৃণা করে। এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হলো ঃ

"ভালো এবং মন্দ একে অপরের সমান নয়। মন্দের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেখানে ভালোর প্রতিষ্ঠা কর।"

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ

أَحْسَنُ ط ـ(النحل : ١٢٥)

"বিজ্ঞতা ও সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক। এবং উৎকৃষ্ট ও মহত্তম উপায়ে তাদের সাথে বাক্যালাপ কর।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

তারা (অবিশ্বাসীরা) যাদের পূজা করে, তাদের সম্পর্কে কটূক্তি করো না যদিও তারা অজ্ঞতাবশত অন্যায়ভাবে আল্লাহর সম্বন্ধে কটূক্তি করে।

ইসলাম এ মহান নীতিরই ধারক। আর এটা যদি 'অসহনশীলতা' হয়, সেক্সপিয়ারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তাহলে আমরা বলবো ঃ

নামের মধ্যে কি আছে ?
'গোলাব' কে যদি অন্য
নামে ডাকা হয়, তাহলে

www.pathagar.com

তা কি অমন মিষ্টি সুবাস
বয়ে আনবে না?

ইতিহাসের সাক্ষ্য, মুসলমানরা শুধু ইসলামের এ মহান আদর্শের কথা প্রচারই করেনি, বাস্তবে রূপদানও করছিল। মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরেই মহানবী (স) এক রাষ্ট্রীয় সনদ ঘোষণা করেন, যাতে বলা হয়েছিল ঃ

"ইহুদী যারা তাদের নিজেদের আমাদের সাথে সম্মিলিত করেছে, তাদেরকে সকল অশান্তি-উপদ্রব থেকে রক্ষা করা হবে। আমাদের সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে তারা আমাদের লোকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। মুসলমানদের মতই তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। ইহুদীদের অধীনস্থ ব্যক্তি ও মিত্ররাও একই ধরনের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে, অপরাধীদের পাকড়াও করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। .... খাঁটি মুসলমান সকলেই সজাগ থাকবে এবং অবিচার, বিশৃংখলা ও অপরাধ সংঘটনকারী প্রত্যেককে পাকড়াও করবে ....।

একান্ত নিকটাত্মীয় হলেও কোনো অপরাধীর জন্য কেউ সুপারিশ করতে পারবে না ...... এ সনদকারী প্রত্যেকেই ভবিষ্যতে তাদের সকল বিরোধীয় বিষয় মীমাংসার জন্য আল্লাহর রসূলের কাছে পেশ করবে।"-[Quoted by Dr. Muhammad Hamidullah in 'Political Order During the Reign of the Holy Prophet (Urdu)' Also 'The Spirit of Islam—by Ameer Ali, P. 58-59].

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) সিরিয়া অভিযানের সময় সেনানায়ককে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, ইসলামী শিক্ষার তা এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"মনে রেখ যে, তোমরা সবসময় আল্লাহর অতন্দ্র দৃষ্টির সামনে রয়েছ। আর তোমাদের সামনে রয়েছে অবধারিত মৃত্যু, জবাবদিহির এক নিশ্চিত অবস্থা এবং বেহেশতের এক উজ্জ্বল প্রত্যাশা। অবিচার এবং নিপীড়ন এড়িয়ে চলবে। তোমার অধীন তোমার ভাইদের সাথে (সৈন্যদের) আলোচনা করবে এবং তাদের ভালোবাসা ও বিশ্বাসবোধ অক্ষুণ্ন রাখবে। আল্লাহর পথে যখন যুদ্ধে নামবে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন কখনো করবে না। কিন্তু তোমার বিজয় যেন নারী ও শিশুর রক্তে রঞ্জিত না হয়! শত্রুদের হলেও গাছ-পালা বিনষ্ট করবে না। এবং শস্য ক্ষেতে আগুন দিবে না। কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, গৃহপালিত জীব জন্তুর কোনোরূপ ক্ষতিসাধন

www.pathagar.com

করবে না। এমনকি খাবার জন্যও তাদের কোনো পশু হত্যা করবে না। শত্রুর সাথে যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে তার উপর অটল থাকবে এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তোমার যাত্রাপথে তুমি কিছু ধার্মিক (অন্য ধর্মের) লোক দেখবে যারা জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছে এবং ঐভাবেই তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করে, তাদের কোনো কিছু করো না। তাদের হত্যাও করবে না, কিংবা তাদের উপাসনা গৃহেরও কোনো ক্ষতিসাধন করবে না।"–(Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 309-310).

অধ্যাপক টি. ডব্লিউ, আর্নল্ড ইসলামের এ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম বিজেতাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অভিযানকালে প্রদর্শিত তাদের উদারতা বিজিতের মনে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধা এবং বিজিতরা স্বাগত জানিয়েছিল তাদেরকে। 'জেরুসালেম যখন খলীফা হযরত উমরের হাতে আত্মসমর্পণ করলো', ডঃ আর্নল্ড বলেন, 'তখন নিম্নলিখিত শান্তি শর্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ঃ 'পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি। আত্মসমর্পণের নিম্নলিখিত শর্তগুলো আমি উমর, আল্লাহর বান্দা এবং বিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক, জেরুসালেমবাসীদের জন্য মঞ্জুর করছি। আমি তাদেরকে তাদের জীবন, তাদের সহায়-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততিবর্গ, তাদের গির্জা এবং ক্রুশ এবং তাদের ধর্ম, ভূমি ও সংগতি সম্পর্কিত সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা দান করছি। জেরুসালেমে তাদের গির্জাসমূহ ধ্বংস করা হবে না। ওসবের কোনো অবমাননা ও ক্ষতি সাধিত হবে না বা ওদের কোনো অর্থ-সম্পদ ও মর্যাদাও খর্ব করা হবে না। ধর্মীয় কারণে জেরুসালেমের অধিবাসীরা কোনো যুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হবে না, এমনকি এ কারণে তাদের একজনকেও একটি আঘাতও করা হবে না।–(Arnold, Quoted by Dr. Abdul Latif : The Mind Al Quran Builds, P. 76)

জেরুসালেম অধিকারের পর খলীফা হযরত উমর (রা) খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন, কিন্তু তিনি কতবড় সতর্ক ও সজাগ ছিলেন, আর্নল্ড-এর ভাষায় তা আবার পাঠ করুন ঃ

www.pathagar.com

খৃস্টানদের প্রধান পুরোহিত সমভিব্যাহারে হযরত উমর (রা) পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। যখন তাঁরা একটি গির্জা (Church of the Resurrection) পরিদর্শন করছিলেন, তখন সালাতের নির্দিষ্ট সময় এসে যায়। পুরোহিত ঐস্থানে গির্জাতেই সালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) গম্ভীরভাবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, "আমি যদি আজ এখানে সালাত আদায় করি, তাহলে পরবর্তীকালে মুসলমানরা একে তাদের উপাসনার স্থান বলে দাবী করতে পারে।"–(T. W. Arnold, Preaching of Islam, P. 5-7)

ইসলাম এ দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু আমাদের 'বন্ধুরা' আমাদেরকে বনের হিংস্র পশু হিসাবে চিত্রিত করতেও দ্বিধা করেন না। কিন্তু তাঁরা কি ইতিহাসের এ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মুছে ফেলতে পারেন? পারেন কি তাঁরা ধূলা নিক্ষেপ করে সত্যের অতন্দ্র দৃষ্টিকে ঢেকে ফেলতে? তাঁরা অভিযোগের বন্যা ছুটাতে পারেন, কিন্তু তা রাজহংসীর ডানার পানির মত ঝরে পড়বে সাথে সাথেই।

ইসলামের অপূর্ব সহনশীল চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে অমুসলিম ঐতিহাসিকরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

গিবন বলেন ঃ

"মুহাম্মদ (স) তাঁর খৃস্টান প্রজাদের জীবন, তাদের ব্যবসায়-স্বাধীনতা, তাদের সহায়-সম্পদ এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।"–(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 269-270)

ডঃ রবার্ট ব্রিফল্ড লিখেন ঃ

"পূর্বাঞ্চলীয় (প্রাচ্যের ইসলামী দুনিয়া) ধর্মরাষ্ট্র (ইসলামী সরকার) বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসমূলক রূপ পরিগ্রহ করেনি। বর্বরতার অন্ধকার, চিন্তার শৃংখলিত দশা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কোনো চিরন্তনী সংগ্রাম-প্রবণতা আমরা দেখি না। অথচ এগুলোই ছিল ইউরোপের গ্রীস ও রোমান সভ্যতার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য।"–(Robert Briffault : The Making of Humanity, P. 113)

ঐতিহাসিক 'উইলিয়াম মূর'–এর ভাষায় ঃ

"বিজিতদের প্রতি ইসলামের উদারতা এবং এর সুবিচার ও সংহতির নীতি রোমকদের অসহিষ্ণুতা ও নিপীড়নের সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

> .... সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অধীনে যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী নাগরিক ও জাতীয় স্বাধীনতা সিরিয়ার খৃস্টানরা আরব বিজেতাদের অধীনে ভোগ করেছে এবং এজন্যই তারা তাদের পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে চাইতো না।"-(Muir : The Caliphate its Rise, Decline and Fall, P. 128)

স্যার টমাস আর্নল্ডও ঠিক এমন কথাই বলেছেন। তিনি লিখেন ঃ

> "আরব শাসনের প্রথম শতকে বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায় যে সহনশীলতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করেছে, বাইজান্টাইন শাসনাধীনে বহু পুরুষ ধরে তা তাদের অজানা ছিল।

ঐতিহাসিকদের এ ধরনের সংখ্যাহীন সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়। সত্যনিষ্ঠ প্রতিটি ঐতিহাসিক এটা স্বীকার করেছেন। এবং এটা প্রমাণ করে যে, প্রতিটি ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয়, একথা ঠিক নয়। আর নিশ্চিতভাবে, ইসলামের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আসতেই পারে না। সুতরাং 'ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয়' এ তত্ত্বটি মিথ্যার তৈরী এক মিথ্যার ডিপো এবং ইসলামের প্রতি এ ধরনের অভিযোগের বৃষ্টি বর্ষণ করা চরম বোকামী ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। অভিযোগটি ধোপে টিকেনি, টিকবেও না। অনুসন্ধিৎসুদের চোখে এটা লুটিয়ে পড়বে ধূলায়। কারণ, মিথ্যা অভিযোগের কাদায় তৈরী পা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ?

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়্যারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।